শকাব্দা ১৮৩১ বাং ১৩১৬ সালের

জল পঞ্জিকা।

শ্রী অযোধ্যা নাথ মণ্ডল।

কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

সপ্তমবৎসরে পদার্পণ।

গ্রাম আমছাতা পরগণে বলরাম পুর জিলা মেদিনীপুর

"মণ্ডল প্রেসে" শ্রী হরে কৃষ্ণ মণ্ডল

দ্বারা মুদ্রিত ৬-৮-০৯।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং ১৩১৬ সালের

জল পঞ্জিকা।

শ্রী অযোধ্যা নাথ মণ্ডল।

কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথমবৎসরের গণনা।

গ্রাম আমছাতা পরগণে বলরাম পুর জিলা মেদিনীপুর
"মণ্ডল প্রেসে" শ্রী হরে কৃষ্ণ মণ্ডল
দ্বারা মুদ্রিত ৬-৮-০৯।

ভূমিকা।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পিতামহ ব্রহ্মা, সূর্য্য, বেদ-ব্যাস, বশিষ্ঠ, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিশ, ভৃগু, যবন, বৃহস্পতি ও শৌনক এই অষ্টাদশ মুনি জ্যোতিষ সংহিতার রচয়িতা, উক্ত অষ্টাদশ সংখ্যক জ্যোতিষ সংহিতা ব্যতীত যবনাচার্য্য ম্লেচ্ছ প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, যবন জাতকাখ্য এবং তাজিকাখ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ ও আছেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ রোমক বলেন ব্রহ্মা যে জ্যোতিষশাস্ত্র সূর্য্যের নিকট প্রকাশ করেন। সূর্য্য সেই শাস্ত্র যবনকে উপদেশ দেন, সেই যবন কর্তৃক তাজিক জ্যোতিষ প্রকাশিত হইয়াছে। হায়ন-রত্নে প্রকাশ খত্ত, খুত্ত, রোমক, হিল্লাজ, বিবণ, দুর্গাচার্য্য এই কয়েক জন তাজিক জ্যোতিষের রচয়িতা। গর্গ-সংহিতায় প্রকাশ যবনগণ ম্লেচ্ছ হইলেও জ্যোতির্বিদ যবনগণ যখন ঋষিবৎ সম্মানার্হ হইতেন; তখন জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণগণ যে পূজনীয় হইবেন ইহা আর বিচিত্র কি? প্রমিতাক্ষরা গ্রন্থে প্রকাশ সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বেত্তাকে দর্শন করিলে দর্শকদিগের পাপ। জ্যোতিষ অনভিজ্ঞ দর্শনে তিন দিনের পাপ গ্রহণ করণ অগণ সাধন-বেত্তা জ্যোতির্বিদ দর্শনে এক দিনের পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। দৈবজ্ঞগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্যোতির্বেত্তা ঈশ্বর নির্বাণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বংশের অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত সত্য ধর্ম্ম নিয়ম রক্ষাকারী রাজগণ তাঁহার চিত্ত অর্চনায় করেন, যাহার পিতা জননী স্বজন বা বন্ধুগণ ও সেইরূপ হিত আকাঙ্ক্ষা করেন না। দেশ ও বঙ্গ দৈবচিন্তক যাহা করিতে সমর্থ হয়েন এক সহস্র হস্তী বা। নিযুত ঘোটক তাহা সম্পাদন করিতে পারেনা। যদি দৈবজ্ঞ না থাকেন তবে মুহূর্ত্ত, তিথি, নক্ষত্র, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি সমস্তই আকুল হয়েন, অর্থাৎ নিরূপিত হয়েন না। যে দেশে দৈবজ্ঞ না থাকে তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নহে। দৈবজ্ঞ যথায় বাস করেন তথায় কোন পাপই থাকেনা।

ব্রহ্মা ললাট ফলকে — অদৃষ্ট-চক্রে — মানবদেহের শুভাশুভ সদসৎ কর্ম্মফল পাক পংক্তি যাহা বিন্যাস করিয়াছেন, দীপ যেমন অন্ধকারস্থ ঘট পটাদির প্রকাশক; সেইরূপ এই জ্যোতিষ শাস্ত্র অদৃষ্ট কর্ম্মফল পংক্তির প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সেই অদৃষ্ট কর্ম্মফল নির্ণয় করিবার জন্য সকলেরই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বৈদিক ঋষিগণ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দ, জ্যোতিষং; আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান এইগুলির সাধনার অভ্যাসে উৎসবের সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। ঋষি বংশ-জাত বর্ত্তমান ব্রহ্মজ্ঞানাদি ব্রাহ্মণ বিদ্যাচিন্তায় আচার প্রভৃতি কার্য্য কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাসিতা মদে মাধব করিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে দৈবজ্ঞ কার্য্য ও জ্যোতিষ ও শাস্ত্রাদির আদর করিতে না পারিয়া তাচ্ছল্যতা করিয়া কেবল ব্রহ্মসূত্রে গর্ব্বিত হইয়া দুর্দ্দশা ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখের জোরে আস্ফালন করিয়া বলেন —

চাষ, মরণ, পানি। সহদেব বলেন আমি নাহিক জানি॥
অর্কিদো বা গণিতো বা মাত্র কার্য্য বিচক্ষণা। জ্যোতিষ দোষ জিহ্বা যে ব্রাহ্মণাঃ নাম ধারকাঃ॥

অনাচারা দ্বিজাঃ পূর্ব্বাঃ নচ শূদ্রাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ। অভক্ষ্যভক্ষকাঃ পাপা লোলাঃ স্তনকয়োপিণঃ ॥

ব্রাহ্মণের ভাবি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া হতাশ চিত্তে আপনার সন্তান প্রভৃতি উৎসাহ আদেশ দূর করিয়া বিদ্যাদিতায় ব্রাহ্মণ শক্তি নষ্ট হইতেছে। এই নিমিত্ত মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

এই প্রকার নানা বিষয় ৮কাশিনাথের শ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। জীবদের প্রধান দুটি জলের সম্বন্ধে আলোচনা কিছুই নাই। বর্ত্তমান কালে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ অত বন্যা হইতেছে যাহা পূর্ব্বে যদি জানিতে পারিলে মানুষ ধর্ম্মনিষ্ঠের সহিত শস্যাদি ও জীবনরক্ষা করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে অনেক ২২বৎসর এযাবৎ লিপ্ত থাকিয়া সংক্রান্তির চক্রের ও গ্রহশক্তি ইত্যাদির গণনায় সূর্য্য, চন্দ্র, কোষ্ঠি, জন্মলগ্ন, মঘা, মহাযোগ, মঘাক্ষত্র, কন্যা, বায়ু, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও গুরুত্ব গণনার চৌঠা টানিতে গিনিত ৩০;৩২রীগ শক্তি বাক্য সূর্য্য ও জ্যোতিষের শাস্ত্রাদি সাহায্যে নিজ উর্দ্ধ জীবনের যতি প্রকৃতিকে বহুঅর্থ নষ্ট করিয়া বহু গবেষণায় বহু কষ্ট করিয়া গণনাকারী সমীনা বৃদ্ধি বিদ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধি বিদ্যা না থাকা বজিলেও চলে। বৃষ্টিজল গণনায় প্রধানত কার্য্যোপযোগী বৃষ্টির যোগ নির্দিষ্ট হইল; অন্যান্য দিনে সামান্য ক্ষুদ্র বৃষ্টির কোন বৃথা পরিশ্রম করিয়া নির্দিষ্ট হইলনা।

অপ্রত্যক্ষাণি শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
প্রত্যক্ষং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥

মোং আমছাতা পং বলরামপুর।
পোঃ বেনাপুরা জিলা মেদিনী পুর।

শ্রী রাধাশ্যাম দাস মণ্ডল।
জল পঞ্জিকাকার।

ভ্রম সংশোধন।

১৭পৃষ্ঠার নিম্নের ১৪পংক্তিতে— গোধনের গুড় মধু দুগ্ধ দধি ঘৃতের স্থলে গোধনের দুগ্ধ দধি ঘৃত ও গুড় মধু হইবে।

প্রবন্ধ সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। রাজা মন্ত্রীর গননার ঐতিহাসিকতা—	১—৩
২। বৃষ্টি জল আদি গননার ঐতিহাসিকতা—	৪—৮
৩। সংক্রান্তি ও নক্ষত্র গননার ঐতিহাসিকতা—	৯—১০
৪। বৃষ্টিজল সম্বন্ধে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের ঐতিহাসিকতা—	১০—১১
৫। ধান্য যব গোধুম প্রভৃতি শস্যের ও বৃষ্টিজলের ঐতিহাসিকতা—	১২—১৩
৬। বৃষ্টিজল সম্বন্ধে গ্রহগণ ও সম্রাট রাজগুণ শক্তির ঐতিহাসিকতা—	১৪-১৭
৭। গোধন গুণ ও শক্তির ঐতিহাসিকতা—	১৭—১৮
৮। সন১৩১৬সালের স্থূল বৃষ্টিজলের উপকার অপকার বর্ণনা-	১৯
৯। দ্বাদশ মাসের বৃষ্টি জলের তালিকা—	২০—২৬

পঞ্জিকা মতেই রাজা মন্ত্রীর ভুল গণনার বৃত্তান্ত ।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং সন ১৩১৬ সালের পঞ্জিকায় শুক্র রাজা, বুধ মন্ত্রী,

বুধ শস্যাধি-পতি শনি জলাধি-পতি হইয়াছেন ।

পঞ্জিকা কার মহোদয় গণ মাত্রই পঞ্জিকায় লিখিয়াছেন - হর পার্বতী সংবাদে । শ্রীযুক্ত পি এন বাকচি মহোদয় ও লিখিয়াছেন ।

অথ শ্বেত বরাহ কল্পাব্দাঃ ৪৩২০০০০০০০ তত্র মন্বন্তরো গতাঃ । প্রথমঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ । দ্বিতীয়ঃ স্বারোচিষো মনুঃ । তৃতীয়ঃ উত্তম মনুঃ । চতুর্থস্তামসো মনুঃ । পঞ্চমো রৈবতো মনুঃ । ষষ্ঠশ্চাক্ষুষো মনুঃ । সপ্তমো বৈবস্বতো মনুঃ । সম্প্রতি বৈবস্বতাধিকারঃ । তত্র মধ্যে বিংশতি যুগ গতানি । অষ্টাবিংশমহাযুগে কলিযুগ প্রারম্ভঃ । তত্র চতুর্যুগ পরিমাণং ৪৩২০০০০ বিংশতি সহস্রাধিক-দ্বি চত্বারিংশ লক্ষ পরিমিতবর্ষাণি ।

পুনঃ অথ শ্বেতবরাহকল্পাব্দাঃ ৪৩২০০০০০০০ তৎ কল্পাতীতাব্দা ১৯৭২৯৪৯০১০ তৎকল্পস্থ গ্রহ সৃষ্টি ভোগাতীতাব্দা ১৯৫৫৮৮৫০১০, কল্যব্দাঃ ৪৩২০০০, কল্যেগতাব্দা ৫০১০, কল্যেঃ স্থিতাব্দা ৪২৬৯৯০ । যুগ গননার জন্য উক্ত তৎ কল্পাতীতাব্দাঃ ১৯৭২৯৪৯০১০ অব্দ যে চতুর্যুগ পরিমান অর্থাৎ ৪৩২০০০০ অব্দ দ্বারা, ভাগ করিলে ৪৫৬ মহাযুগে ১৯৬৯৯২০০০০ অব্দ বাদ গেলে বাকি থাকে ৩০২৯০১০ অব্দ । এই বাকি থাকা অব্দ গুলিন ৪৫৭ নাম্বার যুগের সহিত এই ৪৫৭ মহাযুগটির অন্তর্গত । এই মহাযুগের প্রথম সত্যযুগ গিয়াছে, পরিমান ১৭২৮০০০ অব্দ; পরে ত্রেতাযুগ গিয়াছে, পরিমান ১২৯৬০০০ অব্দ; একত্রে যোগ করিলে ৩০২৪০০০ অব্দ; ইহা বাকি থাকা সেই ৩০২৯০১০ অব্দের মধ্য হইতে বাদ গেলে বাকি থাকে ৫০১০ অব্দ । এখন জিজ্ঞাস্য এই যে এই বাকি থাকা ৫০১০ অব্দ গুলিন পঞ্জিকা কার মহোদয় গণ দ্বাপর যুগের বলিবেন না কলিযুগের বলিবেন । পঞ্জিকা হইতেছেন ১৮৩১ শকাব্দা কলি যুগের ৫০১০ অব্দের কিন্তু যুগ হিসাবে বিপরীত দিকে এই পঞ্জিকা উড়িয়া গিয়া গণ্য হইয়াছেন দ্বাপর যুগের ৫০১০ অব্দের । কারণ গোটা দ্বাপর যুগটি ঐ মহা যুগের ভিতর হইতে পলায়ন করিয়াছেন জ্যোতিষ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভাবে বলিতেছেন - আঃ । বাকচি মহোদয়ের পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রের আধার প্রমাণ মত । জ্ঞানার্ণব, ঋষি পরাশর তন্ত্র, [illegible] ও [illegible] হইতে বাকচি মহোদয়ের পণ্ডিত মণ্ডলী প্রমান লইয়া ১৮৩১ শকাব্দার শনি রাজা মঙ্গল মন্ত্রী ইত্যাদি লিখিয়া বলিয়াছেন - যে কেহ এই রাজা মন্ত্রীর ভুল দেখাইয়া তাঁহার পণ্ডিত মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ১০০্ টাকা পুরস্কার দিবেন ।

পণ্ডিত মণ্ডলীর ভয়ানক শক্তি । তাতেই ধরিলেন ভট্ট টট্টের আদি ।। তিনিও বলে ছিলেন জাতি ত দেখেছিলাম। কলি যুগের লোক আগের যুগের লোক রাজা মন্ত্রীর পাঁজিতে লিখিলাম ।। ইতিপূর্ব্বে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার বিরুদ্ধে অংশাংশ বিষয়ে আনন্দ চৌপটী হইতে লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ । এক দিন একটী নৈয়ায়িক বৃষ্টি জন্য কোন বৈতালিকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তথায় বৈতালিকের বলদের গলায় ঘণ্টা দেখিয়া গৃহ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন । কি জন্য ঘণ্টা গো গলে সংযোজিত হইয়াছে । বৈতালিক উহা দ্বারা অন্য গৃহ হইতে গোরু চলি তেছে কি না জানা যাইবে উত্তর দিলে অধ্যাপক মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে গোরু এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া ও ঠকাইতে পারে ? মূর্খ বৈতালিকের বুদ্ধির অবধি নাই । সে বলিল আমার গোরু ত টোলে গিয়া পড়ে নাই । ৮ কাশিধামের শ্রী ভারত বর্ষ মহা মণ্ডলের সম্পাদক লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ ; একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ১ টি টিয়া পাখী ছিল । পাখীটি সর্ব্বদাই অস্ফুট কথা বলিত ; তাহা কেহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিত না এক দিন একটি জটা জুট সমন্বিত গৈরিক বসন ধারি সাধুকে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করি লেন প্রভো ! বলিতে পারেন কি ! আমার পাখীটি কি বলিতেছে ? সাধু অমনই বলিয়া দিলেন ব্রাহ্মণ ! তোমার পাখী বলিতেছে রাম , লক্ষ্মণ , দশরথ ; কিছু দিন পরে তথায় একটি বীর পুরুষ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন বিপ্র ! আপ নার পাখী দেশের কল্যাণ প্রদ একটা কথা বলিতেছে সে বলিতেছে দণ্ড , মুদ্গর , কামান; আর ও অনেক দিন পরে তথায় একটি বুদ্ধি-মান উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ও তাঁহার পাখীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে আগন্তুক বণিক মহাশয় আপনার পাখী মঙ্গলাকৃতি কম মধুর বাক্য বলিতেছে , তোমার পাখী বলিতেছে পিঁয়াজ , রসুন, আদরক । ব্রাহ্মণ আর না হাঁসিয়া পারিলেন না তিনি হাঁসিতে ২ বলিলেন বা ! কেহ বলিলেন রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ কেহ বলিল দণ্ড, মুদ্গর, কামান; ইনি বলিলেন কি না পিঁয়াজ , রসুন , আদরক ; কি প্রকার বৈষম্য কি বিচার বিভ্রাট আমার পাখী বলি তেছে , যাহার যেমন মন গতি বাক্য যে তেমন বুঝে সে সহি ।। ১৮৩১ শকাব্দার বাঙ্গালি মহোদয়ের পঞ্জিকায় শনি রাজা মঙ্গল মন্ত্রী ; গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মঙ্গল রাজা বুধ মন্ত্রী ; বোম্বাইয়ের পঞ্জিকায় রবি রাজা বুধ মন্ত্রী ; কেন ? পঞ্জিকার মধ্যে মত ভেদ আপনা আপনি আপন আপন পঞ্জিকায় রাজা মন্ত্রী হইয়া বসেন না কেন ? তাতেই বা ক্ষতি কি ? না হয় এক টুকুন অদেশ কম বেশী হইবে ! এত সামান্য কথা ! সেই প্রকার দুইটি গণনা মত করায় বিভিন্ন আর ও ভয়ানক কথা হই তেছে যে । রবি সংক্রমণের সংক্রান্তি ভিন্ন ভিন্ন তারিখে গণনা হওয়ার জন্য হিন্দু ধর্ম্মের ক্রিয়া কাণ্ড বিবাহাদি নানান কার্য্যের ধর্ম্মের বিঘ্ন ঘটিতেছে , তদ্বিষয় নিম্নে বর্ণনা হইতেছে । বাঙ্গালি মহোদয়ের সমীপে ষষ্ঠীদের টাকাটা পাইতে হইবে । সে জন্য অগ্রে ১৮৩১ শকাব্দার রাজা মন্ত্রীর গণনা প্রণাম হইতেছে ; এই চলিত মহা যুগের ভিতর হইতে সেই শকাব্দ গত গণনা দ্বারা যুগাদি গত

করা যাউক দেখি । এই শ্বেত বরাহ কল্পের আরম্ভ সম ধেয় (?) অতএব স্বায়ম্ভুবো মনুর তৃতীয় সন্ধি ১৭২৮০০০ অব্দের অর্দ্ধেক ৮৬৪০০০ অব্দ। তৎ কল্পাতীতাব্দা যে লিখিত হইতেছে; অর্থাৎ ১৯৭২৯৪৯০১০ অব্দ এহার সহিত উহা যোগ হইবে ; যদি বা অর্দ্ধেক শেষ সন্ধি চতুর্দ্দশ মনুর শেষ সন্ধিতে যোগ হইবে। এক্ষণ স্বায়ম্ভুবো মনুর তৃতীয় সন্ধির অর্দ্ধেক ৮৬৪০০০ অব্দ। ঐ কল্পাতীতাব্দার সহিত যোগ করিলে হইতেছে ১৯৭৩৮১৩০১০ অব্দ।

কল্পের বৃত্তান্ত এই গণনা শাস্ত্রে আছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ৪৩২০০০০ অব্দে এক মহাযুগ যাইতেছেন।। এক মহাযুগের দশ ভাগের চারি ভাগের অব্দ সত্য। তৃতীয় ভাগের অব্দ হয় ত্রেতা যুগ ভুক্ত।। দ্বিতীয় ভাগের অব্দ দ্বাপর যুগ হয় । এক ভাগে কলিযুগ নিশ্চয় নির্ণয়।। চৌদ্দ মনুতে পনের সন্ধি সন্ধ্যা যুগ গণি যাবেন। ১০০০ মহা যুগে এক কল্প গণে।। সন্ধি সহ ৭১ মহাযুগে প্রথম স্বায়ম্ভুবো মনু। দ্বিতীয় স্বারোচিষ হইতে ত্রয়োদশ মনু পর্য্যন্ত ৭১ মহাযুগ আর মহাযুগের ৪ ভাগে গনু।। শেষ চতুর্দ্দশ মনু ইন্দ্র সাবর্ণি নামে। ৭১ মহাযুগ আর মহাযুগের দ্বিতীয় ভাগে গণে।। এই চতুর্দ্দশ মনুতে এক কল্প হয়েন। এক কল্পে এক হাজার মহাযুগ গণনা শাস্ত্র বলেন।। এক কল্প পরিমাণ চারি অর্ব্বুদ বত্রিশ কোটি অব্দ। এক কল্পে চৌদ্দ মনুর অধিকার চ্যুত।। এক এক ইন্দ্রের অধিকার এক এক কল্পে যান। ছত্রিশ হাজার ইন্দ্র গেলে ব্রহ্মা বদলি হয়।। এই নিয়মে সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি করিতেছেন। সাধুদের ধর্ম অধর্ম কার্য্য দেখিবার জন্য রাশি চক্রে গ্রহ ফিরাইতেছেন।। যদি ঘটিকা যন্ত্রের মত ফিরাইতেছেন বিশ্রাম নাই দণ্ড। রাশিচক্র হইতে হয় শীত গ্রীষ্ম ঋতু ভূমিকম্প আর হয়।। এই কল্পের ৬ষ্ঠ মনু গত হইয়াছেন। ৬ষ্ঠ মনুতে ৪২৯ মহাযুগ চলে গেছেন।। ৪২৯ মহাযুগে ১৮৫৩২৮০০০০ অব্দ গত। ৭ম বৈবস্বত মনুর অষ্টবিংশতি মহাযুগ এই চলিত।। সপ্তবিংশতি মহাযুগে ১১৬৬৪০০০০ অব্দ হয়।। এই সহ একত্রেতে ৪৫৬ মহাযুগে ১৯৬৯৯২০০০০ অব্দ জানিবার।। বর্ত্তমান এই ৪৫৭ মহাযুগ চলিতেছেন। তাহার মধ্যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ৩৮৮৮০০০ অব্দ গত হইয়াছেন।। বর্ত্তমান এই কলিযুগ ৫০১০ অব্দে পড়িয়াছেন। সর্ব্ব যোগে একত্রেতে ১৯৭২৮১৩০১০ অব্দ হইতেছেন।।

শ্বেত বরাহ কল্পাতীতাব্দা গত হইয়াছে ১৯৭৩৮১৩০১০ অব্দ। ইহা হইতে পূর্ব্ব দিগ্ধা হওয়া অব্দ ১৭০৬৪০০০ বাদ দিলে বাকি থাকে সৃষ্ট্যাব্দা ১৯৫৬৭৪৯০১০ অব্দ এই অব্দকে রাজা মন্ত্রী ইত্যাদির সংকোল (?) গণনা করিলে হয় রাজা ... মঙ্গল, রবি মন্ত্রী, বুধ শস্যাধিপতি, শনি জলাধিপতি হইবেন; রাজচি (?) মহোদয় এই গণনা পৃষ্ঠে তাঁহার শ্রীযুক্ত পুরস্কারের বাং ১৫০৲ টাকা অগ্রহণ ... কারিবে (?) প্রকাশ করেন। যোগ যাহা করিবেন তাও। যেন গণনা ও ... হয়।

বৃষ্টি জল আদি গণনায় ঐতিহাসিকতা ।

মানুষের সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য দ্বারা সুবৃষ্টির উৎপন্ন । সুবৃষ্টি হইতে শস্য উৎপন্ন । অতি বৃষ্টিতে বন্যা অনা বৃষ্টি ঝড় শিলা-বৃষ্টি তে শস্য নষ্ট হয় । এই সকল গণনা জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে অগ্রিম জানা যায় ।

বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণের নাম পঞ্জিকা । পঞ্জিকায় অদ্য একাদশী ১০।১১।৬ আছে পরে দ্বাদশী আসিলে তাহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত বা দৈব বাণী ব্যক্ত হইবেনা । পঞ্জিকার তিথি স্থিতি দণ্ড দ্বারা স্থির-যুক্ত হইয়াছে তদানুসারে কার্য্য করা হইবে । গণনায় দেখিতে হইবে যে এক বৎসরের যে যে মাসে বৃষ্টি জল আদি হই বার যোগ সকল গণনা হইয়া লিখিত হইয়াছে , সেই গণনায় লিখিত বৃষ্টি জল আদি সম্পূর্ণ বা তাহার কোন অংশ ঐক্য হইল কি না । যদি ঐক্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উক্তি দৈব বাণীর ন্যায় ।

বৃষ্টি জল আদি গণনা ছাড়া মানুষের রোগ , নি-রোগ , অল্পায়ু , দীর্ঘায়ু , অসময় , সুখ , দুঃখ , বিপদ ও সম্পদ যত কিছু আছে তাহারও গণনা অগ্রিম হইতে জানা যায় ; পূর্ব্বে হইতে জানিতে পারিলে মানুষে শান্তি এড়াইবার জন্য যে যে প্রকার শান্তির নিয়ম আছে , যেমন শস্য রক্ষার অনাবৃষ্টিতে রোগে নিবৃত্তে গ্রহ যজ্ঞ ও পূজাদি করা ইত্যাদি । এখন অজ্ঞ মানুষে এই জ্যোতিষ শাস্ত্র বুঝিতে না পারিয়া অবজ্ঞাতে ঠাট্টা তামাসার জিনিষ করিয়া কেহ কেহ বলে , চাঁদ মরণ পালি । সহদেব বলেন আমি নাহিক জানি ॥ এই কথায় শ্রী মহা ভারতের সাবিত্রীর পতি সত্যবানের আয়ু গণনা , কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বৃষ্টি জল গণনা ; মিথ্যা করিয়া মানব ইত্যাদির অন্তরে কথায় অন্তর্যামী ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন । জ্যোতিষের গণনা সকল দুরূহ অত্যন্ত কঠিন । জ্যোতিষের গণনা কারি ছিলেন ঋষি গণ গণেশ , সহদেব , বরাহ মিহির , খনা ও লীলাবতী , তাঁহারা এখন অন্তর্হিত । বর্ত্তমান অজ্ঞ গণনা কারি হইতে যে পরিমান অন্যথা অত টুকুন সত্য দেখিতে জানিতে পারা যায় অমৃতে অরুচি কি ?

মানুষের যে প্রকার কর্ম্ম সে প্রকার ফল ; মানুষের সেই কর্ম্ম ফলের সুশান্তি শান্তি দিবার জন্য ঈশ্বর দ্বাদশ রাশি চক্রে গ্রহ সৃষ্টি বেশ পূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃজন করিয়াছেন ।

যত প্রকার মানুষ , ঋষি , যোগী , রাজা , জমিদার , ধনবান , দুঃখী , চোর , ডাকাত , জীব , জন্তু , কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতি জীব মাত্রেই নির্দিষ্ট সময় জন্মে এবং মরণ হইতে (আসা ও হয় যাওয়া ও হয়) ঈশ্বরের কর্ম্ম চারির নিকট কর্ম্মের পরিচয় দিতে যাইতে হইবেই নিশ্চয় । কর্ম্ম ফলে এই সব হইতে কোটি বর্ষ জীবী লোমশ ঋষি এত আয়ু প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন যে একটি কল্প পরিমান চারি অর্ব্বুদ বত্রিশ কোটী বৎসর হয় । এমন এক একটি কল্প গত হইলে ; বৃক্ষের পাতার ন্যায় তাঁহার অঙ্গ হইতে এক একটি লোম খসিয়া পড়ে । তিনি

স্বর্গের ইন্দ্রকে দেখিয়াছেন ইন্দ্র অনেক বার কর্ণের ন্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন, আবার যুধিষ্ঠিরের অনেক বার বিভীষিকা পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্গ বা আকাশ মার্গ হইতে যে বৃষ্টি জলের ফোঁটা গুলির পতিত হয়েন, তিনিও আবার সত্য ধর্ম নিয়ম কার্য্যের অধীন, মানুষের সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্যে প্রবৃত্তি, মিথ্যা অধর্ম অনিয়মের কার্য্যে অনা-বৃষ্টি হয়েন। বৃষ্টি এমন অধীন বৃষ্টি জল মানুষের প্রাণ ও শস্যের জীবন ও শরীর। এই বৃষ্টি জলের গঙ্গায় নিশ্চয় হয়ে আকাশ-মার্গ হইতে বৃষ্টি জল পতিত হওয়া যদি বৃষ্টি বা ঐক্য হয়, তাহা হইলে ধারণা হইবে যে - তাঃ। জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে বাস করে থাকিয়া অলক্ষিত ভাবে আকাশ-মার্গ হইতে ও মানুষ গুলিকে নিমিত্ত গ্রহরূপে জল প্রদান করা নিয়ে খাটিতেছেন এখন মানুষ ঈশ্বরের কৃত সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্যে কেহ খাটিতেছেন না, খাটিতেছেন আপন আপন পরিবার-বর্গের জন্য; অর্থের চিন্তায় জাতি, ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। এই সকল বিদ্যায় বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অর্থ-করী বিদ্যার প্রভাবে নানা প্রকার বুদ্ধিতে কৌশল ছলনে অর্থ উপার্জন জন্য দিবা রাত্রি ৬০ দণ্ড সময় কুলাইতেছে না। এই প্রকার সত্য ধর্ম নিয়মের যে বিহিত কার্য্য যাহা আপন আপন পরিবার-বর্গের জন্য অর্থ উপার্জনে যোগী হইতে পারিলে স্ব পরিবার-বর্গে স্বর্গ ও কর্মানুযায়ী ফলে উচ্চপদ প্রাপ্ত ও হইতেন নিশ্চয়। মানুষের স্বদেশ নিমিত্ত ও মানুষের বৃদ্ধাবস্থায় আহারাদি ও অন্তিম কার্য্যাদি নির্বাহ জন্য মানুষের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরিবার-বর্গের সৃজন করিতেছেন ঈশ্বর। সেই পৃথিবীময় মানুষ গুলিন ঈশ্বরের ও পরিবার বর্গ হইতেছেন। যেমন মানুষের পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ জন্য ঈশ্বরের সৃজিত এই পৃথিবীতে মানুষে নানা প্রকার কৃষি বাণিজ্য দ্বারা খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কালাতিপাত করেন সেই প্রকার পৃথিবী ময় মানুষে ঈশ্বরের সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্যে ভরণ পোষণ করিলে ঈশ্বরের ও ভরণ-পোষণ করিতেছেন বলিয়া নিশ্চয় রূপে জ্ঞান করিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন মানুষের বৃদ্ধ কালের জন্য পরিবার-বর্গ সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বর তেমনি মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্যোদ্যুক্ত হইবার ভয়ে সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্য করিবার জন্য মানুষ সৃজন করিয়াছেন। মানুষ যে প্রকার খাদ্যাদি ভোগে ও স্ত্রী ভোগে আনন্দ লাভ করেন, সেই প্রকার ঈশ্বরের যদি মানুষের মত খাদ্যাদি থাকে বা তাঁহার তেতালা চৌতালা বাড়ি ঘর দ্বার থাকে তবেই সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্য তাঁহার খাদ্য ও বাড়ী ঘর দ্বার ও আছে আর তাঁহার যদি স্ত্রী কোন থাকে তবেই সতী স্ত্রীর প্রেমই তাঁহার স্ত্রী ভোগে ভোগ হয়।

এই গত দ্বাপর যুগে অনেক সম্রাট রাজা দুর্য্যোধনের অসংখ্য অর্থ ও এই পৃথিবীতে তিনি এক ছত্রের রাজা ছিলেন। তিনি মিথ্যা অধর্ম অনিয়মের কার্য্য দ্বারা পাণ্ডবদিগকে জতু গৃহ অগ্নিতে দহন করিবার চেষ্টা হওয়ায় মিথ্যা অধর্ম অনিয়মের কার্য্য হইতে মহাভারত সংগ্রাম উৎপন্ন হইয়া তাঁহার উনশত ভ্রাতা ও তাঁহার চাক চিক্য শরীর গদা ঘাতে ছেঁচা হেঁচিতে গিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যধর্ম নিয়মের কার্য্যে ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল ভক্ষণে ধর্ম উপার্জন পূর্ব্বক সসাগরা পৃথিবী লইয়া দুর্য্যোধন ও অন্যের সত্য করিয়া অবশেষ অস্থি চর্ম সার রোগা-রোগী শরীরে বর্ত্তমান এই কলিযুগে যেমন মানুষ শরীরে ছিলেন তেমনি মানুষ শরীরে স্বর্গে গেলেন। সত্য ত্রেতা যুগে নহেষ, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা মহা মহা পুণ্যবান ধার্ম্মিক রাজা গণ কেহ [illegible] স্বর্গে যাইতে পারিয়াছেন না। এখন জানিতে হইবে যে সত্য [illegible]

কি ধর্ম্ম কর্ম্মের কার্য্য করিতে হইবে না ? বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিয়া পাওয়ার ন্যায় সত্য যুগে কোন এক স্থানে এক খানা বস্ত্র পাতিয়া বসিলেই কি ধর্ম্ম উদয় হইবে [illegible] ? এরূপ কি কখন হইতে পারে । সত্য যুগেই কি কলি যুগেই কি দিবসে সূর্য্যের আলোকে যেমন সমস্ত দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় , রাত্রিতে সূর্য্য-দেব আদি-চন্দ্রের [illegible] থাকা জন্য অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না ; অগ্নি-দেব হইতে আলো প্রস্তুত করিয়া লইয়া সমস্ত দ্রব্য দৃষ্ট করা যায় । সেই প্রকার যে যুগে হোক না কেন সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য না করিলে ধর্ম্ম উপার্জ্জনের কার্য্য কিছুতেই হইবার নহেন । জ্যোতিষ শাস্ত্র গণেন প্রতি মহাযুগের শ্রেণী বদ্ধ থাকা বর্ত্তমান কলিযুগ গতের পর আরও এখন ৫৪২ টি মহাযুগের অন্তর্গত ৫৪২ টি কলিযুগ গত হইলে এই কল্পের শেষ চতুর্দ্দশ ইন্দ্র সাবর্ণি মন্বন্তরের শেষ কলিযুগের [illegible] আসিবেন । অর্থাৎ যে কলিযুগে -

কলের্দ্দশসহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি ভূতলে ।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রামদেবতা ॥ থাকিবেন -

কত কোটি কল্প জ্যোতিষ শাস্ত্র এক বর্ণ ধারণ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে সত্য মিথ্যা [illegible] যুগের কর্ম্মফল ব্যক্ত করিবেন । জ্যোতিষ শাস্ত্র মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ , ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র [illegible] জাতি আছেন দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল যে আমিও ঐ চারিজাতি বর্ণের চারি জাতি [illegible] হইব দেখি কে কি করিতে পারেন । এই বলিয়া তিনি চারি জাতির বর্ণ চারি জাতি [illegible] হইয়াছেন । এখন কার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণ সকলেই তাঁহাদের নিজ বর্ণ নিজ জাতির [illegible] জ্যোতিষ হইতে গণনায় ধার্য্য করিয়াছেন যে সেই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরীয় শেষ কলি [illegible] দৌড়িয়া আসিয়া এই বর্ত্তমান কলিযুগের সহিত একত্র হইয়া উভয়ে যুক্ত [illegible] না কি ঈশ্বরের নিকট অধর্ম্ম বাহ্য [illegible] পরিয়া দিয়া পরিশ্রমে উত্তীর্ণ [illegible] [illegible] প্রান্তে তাঁহারা এখন ব্রাহ্মণ [illegible] উপরে চাপিয়া [illegible] [illegible] রাজা , জমিদার , বাদসাহের , [illegible] যেখানে সেখানে গোঠে মাঠে বর্ত্তমান কলি যুগের মানুষ গুলিকে দিন [illegible] [illegible] অনেক উপদেশ আছে [illegible] সত্য নিয়মের কার্য্য এখন কলিযুগে হইবেনা । এই [illegible] বক্তৃতা যা লোক [illegible] দিয়া না কি [illegible] ; [illegible] পর্ব্বের [illegible] ১২৮ অধ্যায়ের ৩৯ পদে -

এবমুক্তো তু যাজ্ঞেন হুতে হবিষি সংস্কৃতে ।
উত্তস্থৌ পাবকাৎ তস্মাৎ কুমারো দেবসন্নিভঃ ॥
ঐ ঐ ৪৪ পদ ।
কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা ।
সুভগা দর্শনীয়াঙ্গী অসিতায়তলোচনা ॥

এই কলিযুগের ৪২৫৬ বৎসর পূর্ব্বে দ্রোণ-চার্য্য [illegible] রাজার বিবাদে [illegible] যজ্ঞ অগ্নিকুণ্ড হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যাজ্ঞসেনী নামে দ্রৌপদী উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতা ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণ দৈবতং ॥

এই গুলি [illegible] শাস্ত্রের লিখা , মানুষ মৃত্যু হইলে যে অগ্নিতে মানুষের মৃতদেহ ভস্ম হয় ,

সেই বাহিরে নয় কেন কোনো কি মানুষের জন্ম হইতে পারে? [illegible] কথা। [illegible] ত্রেতাযুগের মহর্ষি বাল্মিকীর কৃত রামায়ণ, দ্বাপরযুগের মহর্ষি বেদব্যাস কৃত মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা এই সকল শাস্ত্রের লিখা কথা এক কোটীও পড়িতনা। [illegible] শাস্ত্র, নভেল, নাটক পড়িও, [illegible] জ্যোতিষে একসময় [illegible] জ্যান্ত হইতেন সেই জ্যোতিষের গলদায় বিজ্ঞাপন দিয়া সংক্রান্তি [illegible] এহাতে কিনা কাদের বিশু হইয়া বিন্দু বিন্দোদির কোন পাপাই হইবেনা। [illegible] শাসন কার্য্যে [illegible] বিনি বিচার কর্ত্তা আছেন তাঁহার এমন [illegible] পাঠাইবার কোন ক্ষমতা নাই। এই কলিযুগে নিবারণ আছে না কি সনাতন ধর্ম্মের [illegible] কিছুতেই কিছু ফল হইবেনা কাদিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ গণের সহিত কলিযুগ বরের অতি [illegible] তা সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, গুরু শিষ্য কি না; যে এক [illegible] এক টুকুন [illegible] করিবার জন্যও ছাড়িতেছেননা; সর্ব্বদাই মৃগচর্ম্ম ও কুশের দড়ি দ্বারায় [illegible] বন্ধে রাখিয়াছেন। সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ লোককে বলিতেছেন ও [illegible] করিতেছেন যে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, আচার, বিনয়, বিদ্যা, [illegible], তীর্থ [illegible], নিষ্ঠা, ভক্তি, ব্রত, দান ও তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ অগ্নি হইতে মানুষ আকারের দেবতা উৎপন্ন করা ও যজ্ঞ করিয়া দেবতা গণকে আনায়ন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করার কার্য্য কেহ করিতে পারিবেনা; বদি করেন তার এক কণিকা ফল হবে ত লিখিয়া দিই। বরুন দেখি দেশব কেমন করিয়া [illegible] চোপ্ হারাম জাদা! বলিয়াও গালি দিতেছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলেন - ব্রাহ্মণগণ কলি [illegible] নিকট হইতে ছুটী পাইলে ঈশ্বরের নিকট তপস্যা করিবেন না কি। [illegible] কি, [illegible] বলি থাইতা বলিয়া বসিয়া কী! কং! থং! [illegible] কথা কি তাল? [illegible]! [illegible]!! [illegible] জাতি বৃত্তি গুলির খোঁজ করিয়া পালন করিলেই মঙ্গল।

কলি যুগ [illegible] আরও বলিয়াছেন যে এখন তন্ত্র মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মন্ত্র চলিতেছে [illegible] গান, [illegible] পৃথিবীর দৌড়িয়া বেড়াইতেছে গানের কলে কল হাসিতেছে কাঁদিতেছে, [illegible] [illegible] করিতেছে কলের গায়ে [illegible] মাংস আছে; অস্থি নাই রক্ত নাই। [illegible] [illegible] পরিবর্ত্তন হইয়া এই কলের [illegible] অগ্নি হইতে আসিয়াছে; [illegible] [illegible] দেখিতেছেন ত?

নদ্য পাইন সন্ধ্যা আর নবীন [illegible]।
[illegible] হতে আর [illegible] উঠিল [illegible]॥
[illegible] এই ছার।
যে করে যেমন তার [illegible] হয়॥

সেই যজ্ঞ অগ্নিতে [illegible] মাইন জন্মিবার ও [illegible] যুগে [illegible] দিবার [illegible] শোনিত তৃপ্ত হইবার জন্য মন্ত্রের অর্দ্ধেক [illegible]। ৮ [illegible] দান [illegible] করিতেছেন ত? তাহাতে মদ্য আর মাংস উৎপন্ন করিতেছেন ত? [illegible] [illegible] জাতিকে দর্শন করিতে পাইতেছেন ত? সেই [illegible] গ্রামে গ্রামে হিন্দু মাত্রের বাটিতে [illegible] মহাকালি পূজা ও [illegible] [illegible] হইতে মদ্য মৃত নবীন অন্ন মদ্য [illegible] গ্রহণ করিতেছেন [illegible] মতে [illegible] হইয়া করিতেছেন যুগাদির [illegible] তেছেন না ত? ঐ বৃষ্টি জল না হইলে গ্রামে গ্রামে মানুষের [illegible] পূজাদি করিয়া যে বৃষ্টি জল করাইতে পারিতেন সেই ফলের জন্য পূজাদি কার্য্য এখন করিলে বৃষ্টি জল হইতেছেন না ত?

এখন ব্যাকরণ শাস্ত্রের সন্ধি, প্রত্যয়, তিঙন্ত, সমাস, কারক, অধ্যায় পাঠ করিতেছেন না ত? ব্যাকরণ ন্যায় আদি না পড়িয়া ন্যায়ালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যা-বাগীশ, তর্ক-বাগীশ, ন্যায়-বাগীশ, বিদ্যা-সাগর, মহাসাগর, তর্ক-ভূষণ, অর্থ-ভূষণ, বিদ্যা-গঙ্গা, বিদ্যা-নদী, বিদ্যা-স্রোত, বিদ্যা-পুষ্করিণী, বিদ্যা-ডোবার পদ প্রাপ্ত হইতেছেন ত? বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও জ্যোতিষ ও জপ তপের ধর্ম কর্মের শাস্ত্রাদির আলোচনা ক্রমেক্রমে ত্যাগকরিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বনের কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ত? ব্যাকরণ শাস্ত্রের বজ্র তার সভায় মানুষকে কম্পবানকরিয়া তুলিতেছেন ও? সেইবজ্র আর কুম্ভগণেরজল উছলে উঠেন না ত? জপতপে জহ্নু ঋষির ন্যায় গঙ্গা-দেবীকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন ত? গঙ্গা দেবীকে ভক্ষণ করিতে না পারিলে স্নান আহ্নিকের সময় গঙ্গাজলে বা অন্য জলে থুথু কুলকুচা পরের নিকল ফেলাইয়া দিবেন ত? আমি যে সেই চতুর্দশ মন্বন্তরের শেষ ত নৈব প্রবল: কলিঃ কল্পের ১০০০ মহাযুগের অন্তর্গত কলি যুগ আসিয়া এই ৪৪৭ মহাযুগের কলি যুগের সহিত মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য করাইতেছি বলিয়া মানুষে সন্ধান বা জানিতে পারিতেছেন না ত?

শ্রুতির ১৪ পদ ৩ য় অধ্যায় -

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

অন্নে জীবন স্থিতি, জলে অন্নের উৎপত্তি, যজ্ঞে সুচারু বৃষ্টির উৎপত্তি, পাকা
ব্রাহ্মণে যজ্ঞের উৎপত্তি।

ধর্ম্মের বন্ধু ধর্ম্মের সিন্ধু দিন যাবে দিন রবে না; দিন যাবে কথা রবে ধর্ম্মের কার্য্য করিলা। কার্য্যে থাক কার্য্যের বন্ধু, অধর্ম্মে দাও ধর্ম্মের বিন্দু; কৃপাময় কৃপাসিন্ধু, বিন্দু দানে গুণাধনা॥ অধর্ম্মেতেণাই যে মিষ্ট, ধর্ম্মে থাকতে অতি কষ্ট; জপে তপে নয়া অনিষ্ট, অধর্ম্মের আর নবেন না। অধর্ম্মে যদি দিতেন ধর্ম্ম, মর্ত্তেতে হতনা কু কর্ম্ম; অধর্ম্ম বামে পুড়ে মর্ম্ম, ধর্ম্মে অধর্ম্মে কি বিভেদ না॥ ছিল ধর্ম্মের স্বর্গের আগার, শিব শুক আদি ঋষি নারদ; তাঁহারাই যোগ তপের আগার, এইবলে আর কেউ করেন না। মনি ঋষি এখন ধর্ম্মে আছেন, মন ত আর স্ত্রীতে গেছেন; ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়ছেন, পূজা ইত্যাদি আর হবেনা॥ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সন্ধ্যা ধর্ম্ম, তাঁরাই ছাড়লেন সেই সকল কর্ম্ম; ত্যাগ করিতেছেন জাতির ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কে ভয় করেন না। দেখ দেখেন কি আর হিন্দুজাতি, ধর্ম্মের কর্ম্মে হচ্ছে ইতি; নিজে নিজে শিখুন পূজা পদ্ধতি, না হলে রক্ষা পাবেন না॥ তাকে ধর্ম্ম থাকুন বা যাউন, তিনি শান্তি দেন তিনি শান্তি পাউন মানুষের ধর্ম্মে ক্রোধ করেন ত তাঁর ঘরের ধর্ম্মে থাকুন না। তবে ঘরে ঘরে যজ্ঞ হতে, ব্রাহ্মণ যদি এখন না পারেন করতে, কি হবে ধর্ম্মের খাবার পাত্রে, দেখি কেমন জল হবেনা॥ ব্রাহ্মণ রক্ষক ধর্ম্মের কার্য্যে, তাঁহারাই আবার অধর্ম্মের সাহায্যে; কেন যাচ্ছেন তাঁর ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁর বৈকুণ্ঠে নইয়ে রাখুন না। ব্রাহ্মণ যদি তাঁর এত আদরের, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ তাঁর ঘরের; ধর্ম্মের বেশ মানেন না মর্ত্ত ভুবের, সকলব্রাহ্মণ গুলিনকে কোলে কাঁধে বুকে পিঠেমাথায় করে বাবা বাছা মা বাপু প্রভৃতি আর যত কিছু আছে সেই সেই বাক্য প্রয়োগে সমাদরে হাসি খুসিতে লয়েগিয়ে স্বর্গের বৈকুণ্ঠের টোলে পড়াউননা॥ ব্রাহ্মণ হতে, ধর্ম্ম বাপেন কি রবেন ধর্ম্ম শিক্ষক হবে স্বয়ং পরিক্ষা করে দেখুননা।

যুগে ২ মর্ত্তভূমে সত্য ধর্ম্ম নিয়ম রক্ষার জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। তাঁহারকার্য্যের শক্তি হইতে শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। এই গত ত্রেতাযুগের ২০১৮৭ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন ৪৫ দণ্ড বাকি থাকিতে শ্রী রামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েন সেই অবধি অদ্যকে ৯৪৯১৯৭ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে সেই ত্রেতাযুগে রামায়ণ শাস্ত্র উৎপত্তি হইয়াছিলেন। এই গত দ্বাপর যুগের ১৩২ বৎসর ৭ মাস ১০দিন ১৫ দণ্ড বাকি থাকিতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন। সেই অবধি অদ্যকে ৫১৪২ বৎসর গত হইয়াছে এই কলিযুগের ৪৪০০ শত বৎসর সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত গীতা শাস্ত্রউৎপত্তি হইয়াছেন বর্ত্তমান কালের বৃষ্টির, অতিবৃষ্টির, অনাবৃষ্টির, ঝড়, বন্যার গ্রহ গণের শক্তি দেখিয়া এই জল পঞ্জিকার উৎপত্তি হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া অদ্যকে ২২ বৎসর বহু পরিশ্রমে অধ্যবসায়ে রবির অয়নাংশ ও গ্রহগণের গতির স্ফুটের কোষ্ঠার গণনা করিতে ২ ৩০।৩২ রীম কাগজে ও শাস্ত্রাদি সংগ্রহে অর্থ ও আয়ের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া মহিমাবর বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট যেমন রেশা জরের উপক্রমের সময় মানুষরক্ষার জন্য বহুব্যয়ে ও যত্নে যে প্রকার কুইনাইন ঔষধি আবিষ্কার করিয়াছেন এই গনণা তত হয় না হইলে ও ২২ বৎসরে জ্যোতিষের গণনায় লিপ্ত থাকিয়া পক্ষী আকাশ মার্গে যাইবার যতদূর শক্তি ধারণ করিতে পারে সেই শক্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই গণনায় [illegible] ঐ অর্থ দ্বারা রবিবারে সত্যযুগ উৎপত্তি, কলিযুগ উৎপত্তি ও ত্রেতাযুগে শ্রীরাম চন্দ্র উৎপত্তি, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ উৎপত্তির সময় বার তিথি নক্ষত্র মিলাইয়া কল্প মন্বন্তর মহাযুগ যুগ ও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তের বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ গ্রহণ গনণা সহ গ্রহ গণের স্ফুট ও রবি গ্রহের অয়নাংশ সহ মিলাইয়া জ্যোতিষ দর্পন নামে ১ খানিজ্যোতিষের পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে।

উক্ত গনণা দ্বারা স্থির কৃত হইতেছেযে - জ্যোতিষের পূর্ব্ব গণিত এই কলি যুগের ৩১৭৯ বৎসর গতে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য ১৮৩১ শকাব্দা জ্যোতির্ব্বেদ মতোদয় গণ ১৫১৩ শকাব্দার পর্য্যন্ত জ্যোতিষের গনণা স্থির করিয়া শকাব্দা হইতে ১৫১৩বাদদিয়া বাকি অব্দ হইতে ঐই দিকের বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণের গনণা করিয়া লইতে হয়; প্রতি বৎসর ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে হয়। ১৫১৩ শকহইতে ১৮৩১ শকাব্দার দিনগুণ ১১৬১৫২।১৭ দণ্ড ৪পল ২৫ বিপল ১২ অনুপল এহা হইতে পূর্ব্বের ভুক্ত থাকা ৪২ দণ্ড ৫২ পলাদি বাদ দেলে বাকি থাকে ১১৬১৫১।৩৪ দণ্ড পলাদি ৭ দিয়া হরণ করিলে বাকি থাকে ০ দিন ৩৪ দণ্ড পলাদি ১৫১৩শকাব্দা পর্য্যন্তগনণার স্থিরহইয়াছে সোমবারে। সোমবার হইতে ধরিলে ৩৪ দণ্ড বাকি [illegible] হইল। এখন পঞ্জিকা গনণায় ১৮৩১ শকাব্দায় বিষুব সংক্রান্তি মঙ্গল বারে ধরিয়া গনণা করায় ৪২ দণ্ড ৫২ পল ৩১ বিপল ১২ অনুপল সূর্য্য গতির অয়নাংশে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইটি এখানে থাকুক।

এই চলিত ও দৈব প্রবল কলিযুগের সূর্য্যদেবের দশা মতে নাকি প্রতি বৎসর১ বিকলা ১২ অনুকলা করিয়া প্র তবৎসরে বিজাংশ ধরিয়া চলিত এই কলিযুগে৫০১০ বৎসরে এক অংশ ৪০ কলা ১২ অনুকলা বিজাংশ সূর্য্য গতিতে যোগ করা হইতেছে। পূর্ব্ব উল্লেখিত ১৫১৩ শকাব্দায় গনণা বেশী সেই ধৃক্ত কথা ৪২ দণ্ড ৫২ পলাদি সহ একত্র করিলে মোট ২ দিন ২২ দণ্ড পলাদি সূর্য্য গতিতে অর্থাৎ বর্ত্তমান চলিত পঞ্জিকার বিজাংশ আদি ধরিয়া ১৮৩১ শকাব্দায় বিষুব সংক্রান্তি গত ৩১ শে চৈত্র মঙ্গল বার ৯ পলে রবি সংক্রমণ হইয়াছেন। কিন্তু অনাবশ্যক উক্ত ২দিন ২২ দণ্ড পলাদি ছাড়িয়া দিলেপ্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৩১ শকাব্দার ২রা বৈশাখবৃহস্পতি

রায় ৩১ দণ্ডে বিষুব সংক্রান্তি হইয়েছেন। এই প্রকার দ্বাদশ সংক্রান্তিরই ভুল হইতেছে।

রবির অয়নাংশ ৫৪ বিকলা করিয়া এক বৎসর অতিরিক্ত গমন করেন। নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রকৃত পক্ষে ৫৪ বিকলার কিছু কম অতিরিক্ত গমন করেন। সূর্য্য দেব তুলা রাশির ৩০ অংশে বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান ঘটীকা যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় ভ্রমন করিতেছে৷ স্বল্প ৪৩২০০০০০০০ উদ্ধন বা অল্প শেষ হইলে পুনরায় সেই তুলা রাশির ৩০ অংশে গিয়া উপস্থিত হইলে অবশেষ করেন। যেমন তসর বা রেশমের কুয়া বা চরকীর এক মাথার সুতা বাহির হইয়া শেষ মাথার সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকার সূর্য্য দেব ক্রমে ঋতু ভাগ ও অয়নাংশে রাশি চক্রের উপরে ভ্রমন করিতে হইতেছে। তাহাতে বিকলাংশাদি বেশী ধরিয়া সংক্রান্তি অতিরিক্ত গণনার জন্য বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী শঙ্কর জ্যোতিষীর কৃত পঞ্জিকায় ১৮৩১ শকাব্দার পূর্ব্ব গত ৩০ শে চৈত্র সোমবার ৪৩ দণ্ডে বিষুব সংক্রান্তি করিয়াছেন, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পি এম বাকচি এণ্ড কোং নিজের ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ১৮৩১ শকাব্দা আরম্ভ দিনের পূর্ব্ব গত ৩১ শে চৈত্র মঙ্গলবার বেলা ৮ দণ্ডে বিষুব সংক্রান্তি করিয়াছেন। পঞ্জিকাকার মহোদয়গণ প্রতি বৎসরে ২১৩ টি গ্রহ রাজা মন্ত্রী ও ২১২ টি রবি সংক্রমণে এক একটি সংক্রান্তি নির্ণয় করার জন্য গ্রহ বিদ্রোহী বিষ্ণু বিদ্রোহীর পঞ্জিকা বলিয়া প্রকাশ হইতেছেন না? ঐ গণনা মতে তিথি নক্ষত্র ও বৃদ্ধি ধরিয়া পঞ্জিকা হইতেছে। বিষ্ণু বিদ্রোহী গ্রহ বিদ্রোহীর পঞ্জিকা হইলেই বৃষ্টি জলের বিরোধী কার্য্য হইবে এ জন্য অত্র বিষয় সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশ করিয়া সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক জন্য উল্লিখিত করা হইল।

বৃষ্টি জল সম্বন্ধে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের শক্তির ঐতিহাসিকতা।

শস্য উপার্জ্জন করা জীবন উপার্জ্জন করা একই কথা।

সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য হইতে অন্নাদি যাবতীয় শস্য উপার্জ্জন নিমিত্ত রাশি চক্রে গ্রহ গণের দ্বারা আকাশ মার্গ হইতে জল প্রদান হয়। মর্ত্তে হল কর্ষণ শোধন হইতে শস্য। সর্ব্ব সাধারণের দস্যু চৌরাদি অত্যাচারি লোকের অত্যাচার নিবারণ সম্রাট রাজা হইতে হয়। গ্রহ লোক সম্রাট রাজা সত্য ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা, এঁহারা সর্ব্বভাবে ঈশ্বরের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

যাবতীয় প্রাণী সত্য ধর্ম্ম নিয়ম হইতে উৎপত্তি। সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্যের সুবৃষ্টি দ্বারা শস্যাদি উপার্জ্জনে ভোগী নীরোগ দির্ঘায়ু এ জন্ম পর্য্যন্ত ও হইতে পারেন।

সত্য ধর্ম্ম নিয়মের উপর ঈশ্বরের অবস্থিতি। প্রজা প্রতিপালন জন্য সত্য ধর্ম্ম নিয়ম রক্ষা অধিকার গ্রহ লোক সম্রাট রাজা প্রভৃতি।

সত্যের শত্রু মিথ্যা, ধর্ম্মের শত্রু অধর্ম্ম; নিয়মের শত্রু অনিয়ম। সত্য ধর্ম্ম নিয়মের শক্তি অতি প্রবল অগ্নি হইতেও কোটি কোটি গুণে বল শালী, অগ্নি যেমন তৃণ প্রভৃতি অতি লঘু পদার্থ দ্রব্য গুলিন ও অতি কঠিন২ পদার্থ ধাতু লৌহাদি স্বর্ণ প্রভৃতি ও মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বাহিরের অগ্নিতে, শস্যাদি যাবতীয় খাদ্য দ্রব্য মানুষের অন্তর অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছেন; সেই প্রকার সত্য মিথ্যাকে, ধর্ম্ম অধর্ম্মকে, নিয়ম অনিয়মকে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছেন। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য হইতে যুগ যুগান্তর যে কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? উৎপত্তি হইলেই ভস্মীভূত হইবেন মাত্র। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য প্রাণীমাত্রই করিবেন না। অর্থাৎ মর্ত্তভূমে অন্ধকারাবৃত স্থানে মানুষে দেখিতে জানিতে পারিবেননা। আলো স্বরূপ

দেখিবো মানুষে যে কিছু কার্য্য কথা বার্ত্তা ও আহার বিহার করিবার জন্য ঈশ্বর যেন নাহে আছু সৃজন করিয়াছেন। যথা —— শিক্ষা, বল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দ, জ্যোতিষং। মানুষের শরীরে প্রাণবায়ু অবস্থিত থাকা জন্য মানুষের টাটকা চাক চিক্কণ শরীর আছে, কোন মানুষের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে এক টুকু-ক্ষণ পরেই সেই মানুষের চাক চিক্কণ শরীরে পচা গন্ধ বাহির হইয়া উঠে। সেই শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ইত্যাদির নিয়মানুসারে মানুষে আহার বিহারাদির কার্য ও কথা বার্ত্তা করিলে চন্দনাদির ন্যায় সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে। শিক্ষা কল্প ব্যাকরণং ইত্যাদির নিয়মের বহির্ভূত কর্ম্ম বা কথা বার্ত্তা করিলে পচাগন্ধ বা দুর্গন্ধ বাহির হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য স্থান ব্যাপক হইয়া উঠিয়া পড়ে। সত্য ধর্ম্ম নিয়ম ত্যাগ হইলে পচিয়া উঠে; সত্য ধর্ম্ম নিয়ম মানুষের কথাবার্ত্তার ও কার্য্যের প্রাণবায়ু কিনা? মানুষে ও যে সত্য ধর্ম্ম নিয়মে উৎপত্তি হইয়াছেন। তাঁহাকেই ছাড়িলে পচিবেন বৈ কি!

ঈশ্বর আইনের বিধানানুসারে মর্ত্তভূমে ঈশ্বরের কর্ম্মচারি প্রজা পালনের নিমিত্ত সম্রাট রাজা ও আইন করিয়াছেন। আইন কর্ত্তা গণ আপনাপন আইনের উপর জাগরিত থাকিয়া পাহারা দিতেছেন ও দৃষ্টি করিতেছেন যে মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য কোন প্রকারে যেন কেহ কিছু করিতে না পারেন। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের চক্ষু নাই দেখিতে পান নাই, কর্ণ নাই শুনিতে পান নাই, নাসিকা নাই ঘ্রান পান নাই, বাধাটি ও নাই, আছে কেবল মস্তক বিহীন শরীর মধ্যে ভৌতিক উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য হইতে চুরি ডাকাতি করিলেন, সম্রাট রাজার আইনে গেলেন জেলখানায় কয়েদে, মানুষ বধ করিলেন গেলেন ফাঁসিতে পরিণামে ঈশ্বর আইনে যাবেন আবার অতি ঘৃণিত জন্মতে, তাঁহারা যে উদ্দেশে কার্য্য করিলেন তাহার ফল বা মিষ্ট ভোগ করিলেন কি? মানুষ দেখিয়া শুনিয়া জানিয়া মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সমাদরে শরীরে শরীরে কোলাকুলি করিয়া গোপনে ২ শীঘ্রই কার্য্যে লিপ্ত শীঘ্রই দণ্ড প্রাপ্ত এছাই কর্ম্ম ফলের পরিচয়। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়ম রাশি-চক্রে ও সর্ব্বত্রে ফাঁক ফাঁকে স্থানেই হঠাৎ উৎপত্তি হইয়া পড়েন। জ্যোতিষ চক্রের রাশির ত্রিংশাংশে, দ্বাদশাংশে, নবাংশে, দ্রেক্কান প্রভৃতি ফাঁক ফাঁক স্থানে উৎপত্তি বলিতে হইলে অনেক বলিতে হইবে এখানে স্থান নাই। সাধারণ কথায় বলা হইতেছে কাহারও স্থানে কোন মানুষে কিছু ধার পাইয়া লইলেন বা ধার দিয়াছি মিথ্যা বলিলেন সেই ধার দিবার বা না দিবার সময় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সত্য মিথ্যা বলে। কোন মানুষে অন্য দান পুষ্করিণী খনন রাস্তা বন্ধন দেবালয় সৃজন ইত্যাদি ধর্ম্ম কার্য্য করিলেন আর কোন মানুষে পর স্ত্রী অপহরণ পুষ্করিণী পূরণ চুরি ডাকাইতি মানুষ বধ করা জীব হত্যা করা ইত্যাদি অধর্ম্ম কার্য্য এহাকে ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলে। কোন মানুষে শুদ্ধায় ভক্ষণ করিলেন ও পূজা পদ্ধতি যত কিছু আচার বিহিত কার্য্য করিলেন নিয়মের কার্য্য। কোন মানুষে অন্য জাতির ছুঁত মদিরা ভক্ষণ বেশ্যা গমন প্রভৃতি অনাচারি কার্য্য করিলেন এহাকে নিয়ম অনিয়ম কার্য্য বলে।

ঈশ্বর জ্যোতিশ্চক্রের দ্বাদশ রাশি ধর্ম্ম কর্ম্মের নবম স্থান হইতে বৃহস্পতি গ্রহের রীতি নিতী অনুসারে নিবারণের মত শব্দ ভাষা বা শব্দ আছে; দ্বারা অতি সূক্ষ্ম ভাবে তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতেছেন যে - মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য হে মানুষের বা প্রাণী মাত্রের ত্যাগ করিয়া যেতাম উচিৎ। উচিৎ!! উচিৎ!!! ত্যাগ করুন। ত্যাগ করুন!! ত্যাগ করুন!!! ও বাবা! এই সমস্ত কারী মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য বৃষ্টি জলের ও অশস্য অনিবার্য ও শস্য সমূহের আর আদি সুফল ফলিবার বিরোধী দৃষ্টে প্রকাশ করিয়া সমস্যা করার জন্য সমস্যা কারীর কিছু করিবেন না ত! আছেন ঈশ্বর ও সত্য, ধর্ম্ম, নিয়ম।

ধান্য যব গোধুম প্রভৃতি শস্যের ও বৃষ্টি জলের শক্তির ঐতিহাসিকতা।

মর্ত্ত ভূমিতে হীরা , মানিক্য , স্বর্ণ , রৌপ্য , প্রস্তর বহু প্রকার মূল্যবান সম্পত্তি আছেন , যাহাদিগকে প্রাণের সমান আদরণীয় করিয়া যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে ; এ প্রকার যত্ত সম্পত্তি থাকুক না কেন , সে সকল সম্পত্তিতে জিহ্বা দ্বারায় চাটিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে কি ? মানুষের জীবন রক্ষা হইতেছে ধান্যের চাউল গম যব প্রভৃতি শস্যে

পৃথিবীতে জলের গঙ্গা সমুদ্র নদ নদী অনেকই আছেন। তাঁহাদের জল ভূমি কর্ষণে উঠিয়া বৎসর ২ শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবেনা ঈশ্বর তাহাও শুষ্ক ভূমিতে আবাদের সময় জল উত্থিত করাইতে পারিতেন। তাহা হইলে মানুষে নিজে নিজে স্বাধীন ভাবে থাকিয়া শস্য উপার্জনে ভোগী হইলে মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের সাহায্যে অরণ্যের ষণ্ডের বা বন জন্তুর ন্যায় এই পৃথী নিকে বিচরণ বা পৃথিবীর দুর্ব্বল মানুষ গুলিকের সর্ব্বস্ব লইয়া নষ্ট করিয়া দিতে বিচিত্র কি। এই নিমিত্ত তাহা বন্ধ করিয়া মানুষে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য করিলে সুচারু বৃষ্টি দ্বারা যে শস্য জন্মিবে ; এবং সর্ব্ব মানুষে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্যে জ্ঞান জন্মিয়া পরস্পর আপন আপন ভ্রাতৃ পিতৃর ন্যায় সমান জ্ঞানে কেহ কাহার অনিষ্ট বা অপহরণ করিতে পারিবেনা। উদ্দেশে উপরে রাশি চক্রে গ্রহ সন্নিবেশ পূর্ব্বক গ্রহগণ হইতে প্রতি বৎসর নূতন বৃষ্টি জল প্রদানের দ্বারা মর্ত্ত ভূমে মানুষের জন্য যাবতীয় শস্যাদি ও যাবতীয় সুফল ঈশ্বর উৎপত্তি করাইতেছেন। ঈশ্বর উপর হইতে বৃষ্টিজল ফেলাইতে পারিলেন ভূমি হইতে জল উঠাইতে কি পারিতেন না। মানুষকে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবার জন্য সত্য ধর্ম্ম নিয়ম ও উপরে জল ও উপরে রাখিয়াছেন। সেই জন্য সেই বৃষ্টি জলের ফোঁটা গুলিন মানুষের জীবন তাহাতে বৃষ্টি জল এবং ঈশ্বর। মানুষের জন্মিবার পূর্ব্বে শরীরের ঈশ্বর সাধারণ রূপে জল স্থিতি করিয়াছেন শস্য উপার্জ্জন জীবন রক্ষা জল ভিন্ন হওনীয় নহে। মানুষে ব্যাধি গ্রস্ত হইলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যে জল টুকুন জল টুকুন করেন সেই জলে আবার কুলকুচা , সিকনি , গয়ের , থুথু , বাহ্য প্রস্রাব ত্যাগ করা রোগ উৎপত্তির শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মনুষ্য আপনাদের আয়ুর হ্রাস করিতেছেন যদি কোন মানুষের উপর বা গায়ে ঐ প্রকার থুথু , কুলকুচা , গয়ের , সিকনি ইত্যাদি ফেলান যায় সেই মানুষ সহ্য করিতে পারিবেন কি ? মানুষে দেখিতেছেন মানুষের হস্ত পদ চক্ষু আছে গায়ে থুথু , কুলকুচা ইত্যাদি পড়িলে নিবারণ করিবেন ; কিম্বা পদ আছে অন্তরালে যাইতে পারিবেন জলের হস্ত পদ চক্ষু আদি না থাকা দেখিতে পাইয়া জল বেচারি নির্জীব তাঁহার উপরে থুথু কুলকুচা ফেলিলে পৃথিবীর ন্যায় জড় পদার্থ কি করিতে পারিবে মানুষের জ্ঞান শুন্যে এতাই দৃঢ় বিশ্বাস। জল রূপে ঈশ্বর। তিনি সর্ব্ব সকলকে আনয়ন করিয়াছেন জলই নারায়ণ। ইনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রাজা। উদ্ভিদ জঙ্গম কীট পতঙ্গের প্রাণ জল। যে প্রকার হিন্দু ধর্ম্মের পঞ্চ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। গণেশ , ভগবতি , মহাদেব , সূর্য্য , নারায়ণ এই ৫টি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতানুসারে বিচারে দশা , বিদশা , অন্তর্দশা , সূক্ষ্মদশা , প্রাণদশা প্রাণ দশার অধিপতি ঈশ্বর এবং জল জীবের প্রাণ। জলের হস্ত পদ থাকিলে কাহারও ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা হইত কি ? প্রাণীরক্ষা করিবার জন্য মানুষের ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর জলের ও দুধের হস্ত পদ বর্জ্জিত করিয়া সরল ও তরল আকারে জল ও দুগ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশুদ্ধ জলভক্ষণে নিরোগ নির্ভয় অশুদ্ধ জল ভক্ষণে রোগ ভোগ ও অল্পায়ু হইতে পারেন এজন্য হিন্দু ধর্ম্মে জল শুদ্ধাশুদ্ধ লইয়া দেবতা পূজা পদ্ধতি ও জাতি নির্ণয় হইয়াছে। জলের রক্ষণাবেক্ষণে

জন্য ঈশ্বরের নিযুক্তি সৈন্যাদি পাহারায় রাখিয়াছেন, সেই স্থলে ধূপ, সিন্দুর, চন্দন, কুলকুচা, বাদ্য, প্রণাম, ত্যাগ করা মাত্রেই জল রাশি ঈশ্বরের নিযুক্ত শান্তি পাহারার সৈন্য গণের অধিপতি গ্রামদেবতা নামে পিতলা তাঁহার অন্তর্ভুক্ত চৌষট্টি যোগিনী; যোগিনী গণের অন্তর্ভুক্ত কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, মেলেরিয়া, জ্বর, সান্নিপাতি প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগ এঁহারা ঈশ্বরের নিয়োজিত জলের শান্তি পাহারায় নিযুক্ত আছেন তাহারা কর্তৃক শান্তি প্রদান হইতেছেই নিশ্চয়।

মানুষের কৃষি কার্য্যে জাত শস্য বৈদিক ধান্য জন্মে নবম মাসে, তিনি প্রথম কন্যা মানুষের পত্নীর গর্ভে যে কন্যা জন্মেন নবম মাসে তিনি দ্বিতীয় কন্যা; উভয় কন্যা লক্ষ্মী মাতার তুল্য। হিন্দু ধর্মের নিয়ম আছে — যদি কিঞ্চিৎ হয়ে দোষা কিং কুলে কিং ধনে বন অর্থাৎ সেই কন্যাদান করিতে হইলে যে পাত্রে কন্যাদান দিতে হইবে সেই পাত্রের হিন্দু ধর্মের সভ্য ধর্ম নিয়মের বিদ্যার অন্তর্গত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। এই বিদ্যার ষড়ঙ্গ জ্ঞান থাকিতে পারিলে সেই পাত্র বিষ্ণু অংশের হইবেন; অতএব পরীক্ষা করিয়া কন্যা প্রদান করিতে হয়। বিবাহের সময়ে কন্যা প্রদান কারক, কাল পর্য্যন্ত পাত্র বা জামাতা বিষ্ণু, কন্যা লক্ষ্মী থাকেন। হিন্দু জাতি বিবাহে পাত্র কন্যা দেখিতে ও তাঁহাদিগকে বিবাহ দিবস দেবতা গণে অতি সুশোভিত বাদ্য ভাণ্ডে অতি কৌতু-হলে বিবাহ দেওয়া হয়। বিষ্ণু জাতি বৈষ্ণব ব্রহ্ম জাতি ব্রাহ্মণ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাক-রণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ বিদ্যায় ও আচার, বিনয়, বিদ্যা, তপস্যা, তীর্থ দর্শন ইত্যাদি গুণধারী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুতুল্য। নবম মাসের ধান্য উৎপত্তির প্রথম কন্যা যে তণ্ডুল এক মুঠা সেই তুল্য বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে আনিয়া প্রদান করিতে হইবে। লক্ষ্মী দেবী বিষ্ণু বক্ষী ভূমি জাত ধান্যের তণ্ডুল ও গর্ভ জাত কন্যা উপযুক্ত পাত্রে প্রদান হইলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন। তাহা হইলে প্রচুর বৃষ্টি শস্য ফল জন্মিতে বা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। মৃত্যু মানুষের পরিত্রাণ ক্রিয়াদি কার্য্যের জন্য তণ্ডুল জল স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর কলসী বা ঘড়াতে পরিপূর্ণ পূর্ব্বক বস্ত্র বাসাদি ব্রাহ্মণকে দান দেওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয় তাহাকে শ্রাদ্ধের অন্ন জল বলে।

বৃষ্টিজল সম্বন্ধে গ্রহগণ ও সম্রাট রাজগণ শক্তির ঐতিহাসিকতা।

রাজা প্রজা সত্য ধর্ম নিয়মের কার্য্যে ব্রতি থাকিলে মর্ত্ত ভূমে সুচারু বৃষ্টি ও প্রচুর শস্য জন্মে। ত্রেতাযুগে দশরথ রাজা পত্নীর সহিত বিলাসিতায় রাজ কার্য্য না দেখিয়া বহু দিন লিপ্ত থাকা হেতু তাহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়। পরে বহু কষ্ট ভোগের পর গ্রহ দেবতা দিগের যজ্ঞাদি করিয়া রাজ্যে সুবৃষ্টি আনয়ন করেন। আর ও তাঁহারপুত্র শ্রীরাম চন্দ্রকে তিনি রাজা করিবার জন্য অভিষেক করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বিলাসিতার ফল ভোগের স্বপক্ষের বধ প্রবাদের সূত্র পাত দ্বারা তাঁহার মহিষী কৈকেয়ী হইতে শ্রীরাম চন্দ্র রাজা না হইয়া বনে গমন করেন। ঈশ্বরের কার্য্য যত স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব বাধা বলে গণিওনা। ধন ধান্য দ্রব্য রাজ্য নিত্য বলে ভাবিওনা॥ শ্রীরাম চন্দ্রের অভিষেকে বাকি কিছু ছিলনা। প্রাতঃকালে হবেন রাজা হবেন বলে হলেন না।

কংস রাজা বসুদেব দৈবকীকে কারাবদ্ধে রাখিয়া ছিলেন। সেই কারাবদ্ধে বসুদেব দৈবকীর পুত্র স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা পিতা কারাগারে বদ্ধ! তাঁহাদের ভগবান ঈশ্বর পুত্র তথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াও তাঁহাদের কারাগার মোচন করিতে পারিলেন না মানুষের পিপীলিকা অবতার পুত্র জন্মিলে আনন্দের সীমা থাকেনা। কর্ম্ম ফল যখন গ্রহ হইতে ভোগ করিতে হইবে তখন ঈশ্বর পুত্র জন্মিলেই বা কি! মানব পুত্র জন্মিলেই বা কি। সংসারে যত স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, মাতা, পিতা, আত্মীয় প্রভৃতি কেহই কাহারও কিছুই নহেন; এইরাও যা, চৌরাশি কোটী জীব জন্তু গণ ও তাই।

মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কর্ম্মফলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, বেণু, বলি, কংস, দুর্য্যোধন মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্যে অত্যাচারে লিপ্ত থাকায় রবিগ্রহ হইতে শ্রীরাম, চন্দ্রগ্রহ হইতে বলরাম, সর্পগ্রহ হইতে শ্রীকৃষ্ণ, মঙ্গলগ্রহ হইতে নরসিংহ, বৃহস্পতিগ্রহ হইতে বামন, শুক্রগ্রহ হইতে পরশুরাম, শনি গ্রহ হইতে কূর্ম্ম, রাহুগ্রহ হইতে বরাহ, কেতুগ্রহ হইতে মীন, অবতার হইয়া অধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তি নষ্ট করিয়া ধর্ম্মের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিকে পাতালে বলি অবতারকে নিহত করিয়াছেন। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ দুষ্ট কার্য্যের দণ্ড প্রদান। দণ্ড দিতে বৃহস্পতি গ্রহ হয়েন প্রধান॥ সত্য ধর্ম নিয়ম রক্ষা কর্ত্তা। বৃহস্পতি গ্রহ হইতে জন্মায় সন্তান॥ বিচার আচার নীতিতে। বৃহস্পতি গ্রহের প্রকার শক্তিতে॥ প্রথমেতে শ্রীরাম চন্দ্রে দিয়েছিলেন বনে; রাবণ বধের জন্যে। তৃতীয়েতে বলি রাজার পাতালে গমন; ঈশ্বর বিদ্রোহী গণ্যে॥ চতুর্থেতে রাবণের স্ববংশে নিধন; অত্যাচারীর কারণ। ষষ্ঠে কষ্টে হত কুরু দুর্য্যোধন; ভ্রাতৃ বিনাশে সমর্থন॥ অষ্টম গুরুর কাছে হত দুর্য্যোধন; বিশ্বাস ঘাতকের জন্য শাপ। দ্বাদশেতে সগরের বংশের নিধন; পুত্রগণের অনিয়ম প্রকারে কপিল ঋষির শাপ॥ মিথ্যা অধর্ম্ম কার্য্য রাখেন না কারু। এই নিমিত্ত নাম বৃহস্পতি দেব গুরু॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল চৌদ্দ ভুবনেরই গুরু। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য করা ত দূরের কথা মনে করিলে দণ্ড দিতে করেন সুরু॥

সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্য করিয়া রঘু, মান্ধাতা, পৃথু, দশরথ, নহুষ, যযাতি, হরিশচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, পরিক্ষিত জন্মেজয় ও প্রভৃতি সম্রাট রাজা গণ মর্ত্তভূমে প্রজা পালনে রীতি নিয়মানুসারে প্রজা গণকে সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্যে ব্রতি রাখিয়া মর্ত্তে অনাবৃষ্টি নিবিড়

ঝড় ভূমিকম্প ইত্যাদির হস্ত হইতে রাজা ও প্রজা রক্ষা পাইবার জন্য মহামহা যজ্ঞ করিয়া গ্রহ দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট পূর্ব্বক রাজা প্রজা সদা কুতূহলে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন।

একোদরঃ ত্রিভির্গার্গী কুক্কুরী শতপুত্রিকা।
অধর্ম্মেণ, জম্বুঃ মাত্রি ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধতি ॥

সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্যে গোধন অন্ন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্ব সাধারণের খাদ্য উপার্জ্জন করার জন্য গোধনের প্রতি বারে একটী করিয়া বাচ্চা জন্মিয়া পৃথিবীতে বহু গোধন বিচরণ করিতেছেন। ব্যাঘ্রের প্রতিবারে তিনটী করিয়া বাচ্চা জন্মায়, কুক্কুরের প্রতিবারে এক শতটী করিয়া বাচ্চা জন্মায়, তাহারা মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্য দ্বারায় মনুষ্য প্রভৃতিজীব গণকে নষ্ট করার জন্য নিহত হইতেছেন।

সত্য ধর্ম্ম নিয়মের কার্য্যে যে রাজা হয়েছেন; "যশঃ কীর্ত্তি স জীবতী নাম রাখিয়াছেন এই ধরা ধামে যত নৃপতি হয়েছেন" ধন ধরা গজ বাজী কে সঙ্গে ল'য়ে গেছেন ॥ সত্য ধর্ম্ম নিয়ম থাকেন জলে, বনে, অগ্নিতে, আর বাতাস, স্থলে। মিথ্যা, অধর্ম্ম, অনিয়ম, সর্ব্বে থাকেন মানুষের গৃহেও ছাঁচাতলে ॥ মানব দশ বিশ ঈশ্বরের মতন। অধিকার করে এই সপ্ত ভুবন ॥ কখন রাজা হইতে ইচ্ছা কখনও হয় অতিথ্যে। কখন যায় ঝড়ে কখন যায় সামান্য বাতাসেতে ॥ মানুষ অমানুষ যাহাকেই ধরেন। সর্ব্বস্ব বংশনাশ তাহারই করেন ॥ সত্য ধর্ম্ম নিয়মে যিনি থাকেন রাজা কিম্বা হ'ন প্রজা। ঈশ্বর বলেছেন তাঁহার পূজায় আমার হয় পূজা ॥ সত্য ধর্ম্ম নিয়মে রাজা বা প্রজা হয়েন। তাঁহারা মাটি বা ছাই ধরিলেই সোনা বা হীরা বা পরশ মণি মুঠা করেন ॥ মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মের কার্য্যে ছুটা ছুটি। স্বর্ণ হীরা পরশ মণি মুঠা ধরিলে হবে ছাই আর মাটি ॥ সত্য ধর্ম্ম নিয়মের বেদ আইনে থাকি। তাহার অতিক্রমে রক্ষা হলেও না রাখি ॥ সত্য ধর্ম্ম নিয়মের রাজা ও বলেন। আমারও যে আইন প্রজা ও মানিবেন ॥ সেই আইন অতিক্রম কোরে। রক্ষা পাবেননা নিজ রাজার পুত্রও হ'লে ॥ সত্য যুগে পৃথু সম্রাট। তাঁহার রাজ্যে হয় দুর্ভিক্ষের বিভ্রাট ॥ প্রজা প্রতি পালন না কর্ত্তে পেরে। বনে চলে যান স্ব পরিবারে ॥ তথায় ধর্ম্ম তাঁহারে বলেন। রাজ্য ছেড়ে কেন এলেন ॥ পৃথু বলেন কষ্ট করে রাজ্য কর্ত্তে পারিবনা। ঈশ্বরের রাজ্য তাঁর জিনিষ লেউন তিনি রাজা হউন না। রাজা হ'য়ে কত দুর্দ্দশা হ'ব। রাজা না হয়ে বনে বনে বৃক্ষের নিকটে ২ ফল মূল এবং ভিক্ষা ক'রে খাব ॥ অর্জ্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। ঘনিষ্ট প্রেম দেখা জোখা ॥ রাজসূয় যজ্ঞ কালে। পৃথিবী সমেত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বশে ॥ তাঁর মনে হয়েছিল আমিই কৃষ্ণ। আমায় এখন ভাবি অদৃষ্ট ॥ এই ভেবে কৃষ্ণকে বল্লেন। তাঁহার নিকট হইতে পৃথিবীর মানুষের ভরণ পোষণের ভার লইলেন। তিনি ঈশ্বর ভার লয়ে গিয়েছিলেন পাতালে। দেখলেন একটা ও হেন ছিল জলে ॥ তাহার ভিতর পিপীলিকা গুলি। তাঁহাদের মুখে দেখলেম আহারের থলি ॥ জলের ভিতর কি ক'রে এল আহার। এ ভার লইতে সাধ্য নাই আমার বাবার ॥ ভার লয়েছিলাম পাগলামি আমার। লেউন পৃথিবীর ভার লেউন পৃথিবীর ভার ॥

সম্রাট রাজা হওয়া নয় সুখের কথা। তাঁহাকে হতে হয় অনেক মানুষের মাথা ॥ যেমন গোলকেতে ঈশ্বর কর্ত্তা। তিনি হ'ন এই ব্রহ্মাণ্ডের মাথা ॥ পৃথিবীর জন্য ভাবেন তিনি ॥ চিন্তার অন্য নাম তাঁর চিন্তামণি ॥ সেই শক্তিতে সম্রাট রাজা। মিথ্যা অধর্ম্ম অনিয়মে বাঁকা সত্য ধর্ম্ম নিয়মে থাকেন সোজা ॥ জ্বালা যন্ত্রণা কতই ভুগছেন। তবু ও কি তাঁহারা ধর্ম্ম ছাড়ছেন ॥ রাজার দুঃখ রাজাই জানেন। অধর্ম্ম মিথ্যা অনিয়ম বলে

রাজা [illegible] [illegible] ॥ [illegible] জন্য কুষ্ঠিত হলনা। যে ক্ষত্র গ্রহণ করেন তাঁর প্রথম পদ্ম মাত্র পালনা॥ [illegible] আজার [illegible] মুখে। [illegible] যায় কত ধর্ম্ম প্রকার যুদ্ধের কালে॥ যেমন মাত্রে [illegible] কণ ঈশ্বর কল্যাণ। মর্ত্তের প্রজাই থাকেন ঈশ্বর কি তার কিছু থান॥ সত্য [illegible] নিয়ম প্রকার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] অবধি মাত্র [illegible] সম্রাট যুধিষ্ঠির॥ [illegible] অবশ্য [illegible] করে [illegible] হয় পিতা[illegible]। এবং ঈশ্বর [illegible] দুর্দশা [illegible] [illegible] এই পৃথিবী মাটী। ঈশ্বর [illegible] এই পৃথিবী স্বজন। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য পৃথিবী লয়ে পলায়ন করেন॥ ঈশ্বর [illegible] বরাহ আর [illegible] [illegible] পৃথিবী [illegible] উদ্ধার॥ পরপর এই পৃথিবীর জন্য। কূর্ম্ম নরসিংহ, বামন, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ অবতার কই কে না জানে। বিনাশ করেন যত অধর্ম্ম, মিথ্যা [illegible], অত্যাচারি রাজা গণ। কংস, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ প্রভৃতি [illegible]॥ পৃথিবীর জন্য [illegible] ও [illegible] সত্য ধর্ম্ম নিয়মের ঈশ্বর অংশের সম্রাট হইলে [illegible] তত॥ [illegible] আর্য্য জাতি [illegible] যুদ্ধ করে। রাজা হইতে হয় সত্য [illegible]॥ এই ভারতের ভাগ্য [illegible] সম্রাট [illegible] [illegible]॥ [illegible] প্রভৃতি কত অত্যাচার ছিল। তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible]॥ জল কষ্ট নিবারণ জন্য। জলাশয় [illegible] স্থানে [illegible]। [illegible] প্রজার [illegible] [illegible] [illegible] ভিক্ষা করিয়া ও বেড়ায়॥ রাজার জন্য কষ্ট [illegible]। [illegible] [illegible] শ্রীরাম রাজার মত॥ এ [illegible] নাই [illegible] আমাদের। [illegible] [illegible] [illegible]॥ জ্ঞান [illegible] জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। পড়ে শুনে হবে অজ্ঞান মোচন॥ চৌর্য্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পিতার মতন॥ এমন রাজা ভাগ্য হলে। পাপ [illegible] [illegible] [illegible]॥ সম্রাট রাজার অধীন রাজা। যাঁহাদিগকে রাজন্য [illegible] [illegible] [illegible] হইতে মালিক [illegible]। [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দলিলের দাবি [illegible]॥ যত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ তাহারাও ঈশ্বর অংশের সৃজন। [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] নিবারণ আর [illegible] করেন কারণে। তাহারা দশ দিগ্, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] জানিয়া [illegible], বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] এই রকম [illegible]॥ যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিভিন্নতাক্র [illegible] [illegible] [illegible] দিতে॥ আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২ [illegible] ২ [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] উদ্দেশ [illegible] কিনা তাঁর [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] কেন্দ্রক॥ * [illegible] জ্যোতির্বিদেরা [illegible] [illegible] [illegible] চতুর্থ সপ্তম দশম কেন্দ্র [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible]। সেই কক্ষ্য হইতে আহার [illegible] প্রাপ্ত [illegible]॥ [illegible] [illegible] [illegible] না করেছে। [illegible] অত্যাচারীম [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] অত্যাচার বিনাশ [illegible] রাজা আর- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শক্তি [illegible]॥ দ্বিতীয় [illegible] [illegible]

শক্তি বাব্‌জানা অংশে। উত্তম রাজার অনিষ্ট বা তাচ্ছল্যতা করিলে বা কর না দিলে বৃষ্টি জল হয় না দেশে॥ রাজাদের গুণে সৎকর্ম্ম পুণ্যে বৃষ্টি জল হয় মর্ত্তে। সেই জলের গোলামাল দো দ্রুত কষ্ট পাবেনকি খেতে॥ বর্ষা সকলের অন্নদাতা কোষ্ঠে পাপ যাবেনা জীবনও গেলে। ও চাষে বৃষ্টি কারনা মাথা কুড়িলে॥ হবে বন্যা হবে ঝড় হবে অনাবৃষ্টি। বিষ্ণু হইতে রাজাগণ মর্ত্তে ঘটাবে ঐ সকল বিষ্টি॥ আপনার কর্ম্ম কেমন কর্ম্ম ভেবে দেখাবেন। রাজাগণের সৎকর্ম্মের শাস্তি দেখতেই পাবেন॥ প্রজা ও মানুষ রাজাও মানুষ রাজা খাজনা দেন। প্রজার অধর্ম্ম রাজার ও সেই সব রাজা প্রজাকে খাজনা কেন না দেন॥ এহেব জ্যোতিষ শাস্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র অন্যায় কর্ম্মের বিচার। আর যতই শাস্ত্র ধর্ম্ম উপার্জ্জনের অস্ত্র। যেমন কৃষি উপার্জ্জনের যন্ত্রাদি — অধর্ম্ম কার্য্যের দণ্ডের বিচারের মাথা নাই আবকার॥ জ্যোতিষ শাস্ত্র মর্ত্তভূমে হাত ধরা নয় বাক্য। মানুষ অবধি দেবতা পর্য্যন্ত উপদেশের গুরু॥ পূর্ব্বে সৃজন সকলই সজ্জন সকলই রাধা বাদসা। কর্ম্মফলে সিংহ শৃগাল যথেষ্ট মাকড়সা সুধা॥ ইত্যাদি জন্তু — জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনাদি আশ্রয়ে কর্ম্ম ফল গ্রহণ। অন্ধকারে অবশ্যেশ্বরে আলোর জোরে দেখুন॥ সর্ব্ব সাধারণে সত্য ধর্ম্মের কর্ম্মে মতি রাখুন। সুচারুরূপে কোলাহলে শস্য উপার্জ্জন করুন॥ ভোগ করে ধর্ম্মের ঘরে সুখি হতে থাকিবেন। অমর হয়ে এই কালযুগের বাকি চারি লক্ষ সাত হাজার বৎসর কাল যাপনও করিবেন॥ রাজা গণে পিতা গণ্যে মহামান্যে দেবতা গণ্যে পূজা পদ্ধতি করুন। রাজ আজ্ঞা রাজ বিচার শাস্ত্র মধ্যে ধরুন॥ মহা আনন্দে প্রজা সুখে সর্ব্ব সাধারণ। করুন ঈশ্বর রাজার, সম্রাট রাজার দ্বিতীয় রাধার, জয় ধ্বনি উচ্চারণ॥

বৃষ্টিজল সম্বন্ধে গোধন গুণ ও শক্তির ঐতিহাসিকতা।

গো, ভূমি, ঈশ্বর। যে প্রকার সাধন সে প্রকার ধন॥

১। ভূমি কর্ষণে গোময় দিলে বহু শস্য জন্মিয়া থাকে।

২। ক্ষত্রিয় জাতি বিশ্বামিত্র সাধনায় ব্রাহ্মণ হয়েন।

৩। গোধনের পৃষ্ঠে ব্রহ্মা গলে বিষ্ণু মুখে রুদ্র প্রতিষ্ঠিতঃ। মধ্যে দেব গণাঃ সর্ব্বে রোমকূপে মহর্ষয়ঃ॥ নাগাঃ পুচ্ছে খুরাগ্রেষু এতাষ্টৌকুলপর্ব্বতাঃ। মূত্রে গঙ্গাদয়ো নদ্যো নেত্রয়োঃ শশি ভাস্করৌ॥ এতে যস্যাস্তনৌ দেবাঃ সা ধেনুর্ বরদাস্তু মে॥

৪। গোধন বা কপিলাকে মর্ত্তে আনিবার সময় ঈশ্বর বাক্য প্রদান করিয়াছেন — দেড় প্রহরের পর ক্ষীর কাষ্ঠের লাঙ্গলে যুড়িবেক আর; ভবপুত্র ছাড়িয়া আপনি নবিভাব। একবার শান্তিমুগ্ধ করিবে দোহন, অন্যবার দোহন বা-মা বয়ে গ্রহণ।

৫। অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যশ্চ কন্যা বিবাহিতা। জন্মদাতা উপদেষ্টা পঞ্চৈতে পিতরস্তথা॥

৬। মর্ত্তভূমিতে গোধন বিষ্ণু, ও শক্তিতে ঈশ্বর হইতে সৃজন গোধন অতিশুদ্ধ মঙ্গল সর্ব্ব প্রাণী ও প্রাণের রক্ষার শস্য উপার্জ্জন জন্য এইদের দ্বারা শস্য উপার্জ্জনের লাঙ্গলাদি কার্য্য হয়। দুগ্ধ ঘৃতে গ্রহ দেবতা-দিগের যজ্ঞ সমর্পণ হয়। শালগ্রাম দেবতা অশুচি হইলে গোধনের মূত্র, মধু, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতে-পঞ্চামৃত হইয়া শালগ্রাম দেবতা শুচি হয়েন। গোধন জাতি মাতা পিতা ও দেবতার দেবতা গোধন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নন্দরাজার আশ্রমে গোধন চরাইয়া

ছিলেন ; নন্দরাজা গোকুল বা বৃন্দাবনে একটি রাজা ছিলেন গো রক্ষা রাখিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিলনা। কংশরাজা দৈত্যাকারে গোধনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া গোধন রক্ষার নিমিত্ত গোধন প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোধনগণের বৃষরাশিতে লগ্ন গোধনরাশিতে সেই বৃষরাশিতে চন্দ্র থাকায় তাঁহার বৃষরাশি জন্মরাশি হইয়াছিল ।

৭। বর্ত্তমান কালে অনেকস্থানে গোরক্ষণী স্থান নির্ম্মাণ হইয়াছে ; তথায় বহু বহু গোধন রক্ষা হইয়া প্রতিপালন হইতেছেন । হিন্দু জাতির গোধন একবারেই বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং যুবক বা বলবান গোধন দ্বারা কৃষিকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা বৃদ্ধ বা রুগ্ন গোধনকে একবারেই কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া স্থিরকৃত ।

৮। সীতামাড়ী নামক স্থানে কোন একটা লোকে বৃদ্ধ গোধন একটি বিক্রয় করিতে গিয়া ছিল। বিক্রয়কারিকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়া ছিলেন যে তোমার গোরু বিক্রয় করাও যা তোমার বৃদ্ধ মাতা বিক্রয় করাও তাই ।

৯। গোধন সর্ব্বজাতির অন্নদাতা পিতা অতিউচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। গোধনকে পশু জাতি জ্ঞানে গোধনের সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি ও তাঁহাদের দেবতা মান্যের হ্রাস করাই এতেই বিপদ অস্থির, গোধনের নিহত করার কথা ; যেমন ঈশ্বরকে নিহত করা সে ত বহু দূরের কথা। যথা — মুসলমান জাতির কোরাণ শাস্ত্রের ৩৬ অধ্যায়ের বর্ণনা — লাইকুনা আল্লাহোল হুমহা বলাদ মাহয়া বলাকিরলাল লহুম করামিনকুম হরগীজন পহুঁচেগি আল্লাকো । গোস্ত উনকা ওরণ লহুউনকা বলেকিন পহুঁচেগি উসকো পরহে জগারি তুমারি দেখ কুরাণমে সুরাহ হব্বিকি ৩৬ আয়েৎ ॥ ফল — গোবধ নিষেধ, গো রক্ষাকর, দুধখাও, অন্ন উপার্জ্জনকর ।

১০। সর্ব্বজাতি ঈশ্বর বা দেবতা পূজা করিয়া নৈবেদ্য নানা উপচারে দহি দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া ঈশ্বরকে আরাধনা করাহয় । ঈশ্বর অলক্ষিতে থাকিয়া গ্রহণ করেন। গো গ্রাস ; স্বর্গে বাস । মৃত গোধনের অস্থিচূর্ণে ধান্যাদি শস্য বপন করিলে শস্য বেশী উৎপন্ন গোধন বিষ্ণু শক্তিতে উৎপত্তি, গোধনকে ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন ইত্যাদি আচার ও শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষং বিদ্যা পাঠ করিতে হয় না। গোধনগণ আপনা আপনই শুদ্ধ ও পণ্ডিত। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্বজাতির গোরুগুরু, ও ঈশ্বরের ও পুজনীয় ; ঈশ্বর গোলোকে এঁহাদিগকে স্থিতি রাখার জন্য তাঁহার গোলোক পতি নামও হইয়াছে । গোধনের ন্যায় মানুষ একটা কি ? ঈশ্বরেরও আর এমন কোন বস্তু নাই। গোধন ঈশ্বরের স্নেহের জিনিষ জন্য অনেক মানুষে গোধনকে পিতা সম্বোধন বাক্যে বা বাবা হি বলেন

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

গোধনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে বৃষ্টি জলের বিরোধী কার্য্য হইবে ; অতএব সর্ব্বসাধারণের গোভক্তিতে মতি নিয়োজিত পূর্ব্বক গোধনকে দেবতা মাতা পিতার পুত্রাদি হইতেও গোধনের সেবা শুশ্রূষা ও আপনাপন বালক বালিকা হইতে ও গোধনকে স্নেহ ও প্রতিপালন করিয়া নিয়মানুসারে হল-কর্ষণ এবং মানুষের শরীরে সময় ২ জ্বর জ্বালাহয় ; তাঁহাদের শরীরেও অসুখ দেসুখ আছে, তাহা দেখিয়া জানিয়া হলকর্ষণ নিতান্ত প্রয়োজন । দুঃর্ভাগ্য বশতঃ যে কিছু সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলেও কিছুতেই গোধন বিক্রয় না করাই সর্ব্ব সাধারণের উত্তরোত্তর শ্রী সৌভাগ্য দিনে ২ বৃদ্ধি হইতে থাকিবার কারণ। গোরু, জরু, ধান ; তিনকে রাখুন সযত্ন বর্ত্তমান ।

এক্ষেণ বৃষ্টি জল আদি পতিত দেখন !

সন ১৩১৬ সালের স্থূল বৃষ্টি জলের উপকার অপকার বর্ণনা।

১। বৈশাখ মাহার মধ্যে ১নং যোগ ৫ই হইতে ১১ই ৩নং যোগ ১৬ই হইতে ১৮ই বৈশাখ ৪নং যোগ ২২শে হইতে ২৬শে মধ্যে কোথকটা বৃষ্টি জল নির্গত হইবে।

২। জ্যৈষ্ঠ মাহার যোগ গুলির মধ্যে কেবল ৯নং যোগটি ১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৩শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে কোথকটা বৃষ্টি হইবে আর২ যোগ গুলির বৃষ্টি ভাল প্রকার হইবেনা বলিয়া বিবেচনা হয়।

৩। আষাঢ় মাহার যোগ গুলির মধ্যে ১২।১৩ নং যোগ ২রা আষাঢ় বুধবার হইতে ৫ই আষাঢ় শনিবার অথবা ১০ই আষাঢ় হইতে ১৬ই আষাঢ় মধ্যে কৃষি-কার্য্যোপ-যোগী বৃষ্টি কোথকটা নির্গত হইতে পারে। কিন্তু সেই বৃষ্টি জল গভীর জমিতে কোথক থাকিতে পারে; ডাঙ্গা জমিতে জল স্থিতি হইবার সম্ভব নহে। আর যোগ গুলিতে ভাল প্রকার বৃষ্টি নহে বিবেচনা হয়।

৪। শ্রাবণ মাহার যোগ গুলিতে ১৯নং যোগটিতে ৫ই শ্রাবণ হইতে ৮ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃষি-কার্য্যোপযোগী বৃষ্টি হইবে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই মাহার আর২ যোগ গুলির বৃষ্টি অতি কম।

৫। ৩০শে শ্রাবণ হইতে ২রা ভাদ্র ২৪নং যোগে অত্যন্ত বৃষ্টিতে ও বাতাসে — দক্ষিণ কাবেরী প্রভৃতি স্থানে প্রবল বন্যা ও প্রবল ঝড়; উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশেও হওনীয় সম্ভাবনা আছে। নদীতীরস্থ মানুষের সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক। ৯ই ভাদ্র হইতে ১১ই ভাদ্র ২৬নং যোগেও অতিবৃষ্টি, এই বন্যাও মন্দ নহে; বঙ্গদেশের নদীতীরস্থ মানুষের সতর্ক থাকা আবশ্যক করে। এই বন্যা জলের পর আর২ যোগ গুলিতে সামান্য প্রকারের বৃষ্টি হওয়া বিবেচনা হয়। ৩১নং যোগে ২৮শে ভাদ্র হইতে ২রা আশ্বিন মধ্য প্রকারের বন্যা স্বরূপ বৃষ্টি হওনীয় সম্ভাবনা আছে, সন্দেহও আছে মীমাংসা হইলনা কি প্রকার যে হইবে দৃষ্ট আবশ্যক।

৬। আশ্বিন কার্ত্তিক মাহার যোগ গুলির বৃষ্টি জল অতি কম, কোন২ যোগে মেঘ প্রদর্শন ও কোন২ যোগ গুলিতে ২।৪ ফোঁটা বৃষ্টি হওয়া বিবেচনা হয়। এজন্য অগ্রহায়ণ মাসের সুপক্ক হইবার ধান্য ফসল রক্ষার জন্য বান্দ খাল পুষ্করিণীতে যথায় যে প্রকারে জল রক্ষা হইতে পারে তাহা ঐ ভাদ্র মাহার বৃষ্টি জল সঞ্চয়জন্য বিশেষ রূপে যত্নবান থাকিতে হইবে।

৭। অগ্রহায়ণ মাহার ২রা হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ ৪৩নং যোগে ও ৭ই হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ ৪৪নং যোগে কিছু বৃষ্টি হওনের বিবেচনা হয়; আর যোগ গুলিনের বৃষ্টি হওনীয় নহে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

৮। পৌষ মাহার ৪৮ নং যোগে ৯ই পৌষহইতে ১২ই পৌষ ও ৫০নং যোগে ২৭শে পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হওয়া বিবেচিত হয়।

৯। মাঘ ফাল্গুন মাহার যোগগুলিতে বৃষ্টি হওয়া বিবেচিত হয় নাই তবে কোন২ যোগে ২।৪ ফোঁটা হইবে মাত্র।

১০। চৈত্র মাহাতে ৬৪।৬৫।৬৬ নং যোগে বৃষ্টিজল হওয়া বিবেচিত হয়।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং সন ১৩১৬ ইং ১৯০৯ ।

মাহ বৈশাখ ।

১নং যোগ বৃষ্টি ।

৫ই বৈশাখ রবিবার হইতে ৯ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ১৮ই এপ্রেল হইতে ২২শে এপ্রেল ।

২নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

১০ই বৈশাখ শুক্রবার হইতে ১৪ই বৈশাখ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২৩শে এপ্রেল হইতে ২৭শে এপ্রেল পর্য্যন্ত ।

৩নং যোগ বৃষ্টি ।

১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ই বৈশাখ শনিবারপর্য্যন্ত ; ২৯শে এপ্রেল হইতে ১লা মে ।

৪নং যোগ বৃষ্টি বাতাস ।

২২শে বৈশাখ বুধবার হইতে ২৭শে বৈশাখ সোমবার পর্য্যন্ত ; ৫ই মে হইতে ১০ইমে ।

৫নং যোগ বৃষ্টি সামান্য ।

২৮শে বৈশাখ মঙ্গলবার হইতে ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ১১ই মে হইতে ১৪ই মে

* ধানা, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ বৈশাখ মাহার মন্দাব ।

মাহ জ্যৈষ্ঠ ।

৬নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ১৭ই মে হইতে ২১শে মে ।

৭নং যোগ ঐ ঐ ।

৯ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হইতে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২৩শে মে হইতে ২৫শে মে ।

৮নং যোগ ঐ ঐ ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্য্যন্ত ; ২৭শে মে হইতে ৩০শে মে ।

৯নং যোগ বৃষ্টি বাতাস ও শিলাবৃষ্টি সম্ভব ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার হইতে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্য্যন্ত ; ১লা জুন হইতে ৮ই জুন

১০নং যোগ বৃষ্টি ।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ৭ইজুন হইতে ১০ই জুন

১১নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ; ১৩ই জুন হইতে ১৪ই জুন ।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং সন ১৩১৬ সাল ইং ১৯০৯ ।

মাহ্ আষাঢ় ।

১২নং যোগ বৃষ্টি ।

২রা আষাঢ় বুধবার হইতে ৫ই আষাঢ় শনিবার পর্য্যন্ত ; ১৬ই জুন হইতে ১৯শে জুন ।

১৩নং যোগ বৃষ্টি সামান্য ।

৬ই আষাঢ় রবিবার হইতে ৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২০শে জুন হইতে ২২শে জুন ।

১৪নং যোগ বৃষ্টি ।

১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই আষাঢ় বুধবার পর্য্যন্ত ২৪শে জুন হইতে ৩০শে জুন ।

১৫নং যোগ বৃষ্টি ।

১৮ই আষাঢ় শুক্রবার হইতে ২০শে আষাঢ় রবিবার পর্য্যন্ত ; ২রা জুলাই হইতে ৪ঠা জুলাই ।

১৬নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

২১শে আষাঢ় সোমবার হইতে ২৩শে আষাঢ় বুধবার পর্য্যন্ত ; ৫ই জুলাই হইতে ৭ই জুলাই

১৭নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

২৬শে আষাঢ় শনিবার হইতে ৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ১০ই জুলাই হইতে ১৫ই জুলাই ।

* আষাঢ় মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল ও দুগ্ধ প্রভৃত সস্তা ।

মাহ্ শ্রাবণ ।

১৮নং যোগ বৃষ্টি ।

১লা শ্রাবণ শনিবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ১৭ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই ।

১৯নং যোগ বৃষ্টি ; কৃষি কার্য্যোপযোগী জল ।

৫ই শ্রাবণ বুধবার হইতে ৮ই শ্রাবণ শনিবার পর্য্যন্ত ; ২১শে জুলাই হইতে ২৪শে জুলাই

২০নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার পর্য্যন্ত ; ২৯শে জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট ।

২১নং যোগ বৃষ্টি ।

১৭ই শ্রাবণ সোমবার হইতে ২০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ২রা আগষ্ট হইতে ৫ই আগষ্ট ।

২২নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

২২শে শ্রাবণ শনিবার হইতে ২৫শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ৭ই আগষ্ট হইতে ১০ই আগষ্ট ।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং ১৩১৬ সাল ইং১৯০৯।

২৩নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার হইতে ২৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ১২ই আগষ্ট হইতে ১৪ই আগষ্ট।

২৪নং যোগ অত্যন্ত বৃষ্টিতে ও মাদ্রাজে দক্ষিণ কাবেরী প্রভৃতি স্থানে প্রবল
বন্যা ও প্রবল ঝড় উড়িস্যা হইতে বঙ্গদেশেও হওনীয় সম্ভাবনা আছে ;
নদী-তীরস্থ মানুষের সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক।

৩০শে শ্রাবণ রবিবার হইতে ২রা ভাদ্র বুধবার পর্য্যন্ত ; ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৮ইআগষ্ট।

* শ্রাবণ মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল ও দুগ্ধ মহার্ঘ।

মাহ ভাদ্র।

২৫নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

৬ই ভাদ্র রবিবার হইতে ৭ই ভাদ্র সোমবার পর্য্যন্ত ; ২২।২৩শে আগষ্ট।

২৬নং যোগ অতিবৃষ্টি।

এই বন্যাও মন্দনহে বঙ্গদেশের নদী তীরস্থ মানুষে এইহাতেও সতর্ক
থাকা আবশ্যক করে।

৯ই ভাদ্র বুধবার হইতে ১১ই ভাদ্র শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৭শে আগষ্ট।

২৭নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

১২ই ভাদ্র শনিবার হইতে ১৫ইভাদ্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২৮শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট

২৮নং যোগ বৃষ্টি।

১৬ই ভাদ্র বুধবার হইতে ১৯শে ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত ; ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

২৯নং যোগ বৃষ্টি।

২১শে ভাদ্র সোমবার হইতে ২৪শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর।

৩০নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

২৫শে ভাদ্র শুক্রবার হইতে ২৬শে ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত ; ১০।১১ই সেপ্টেম্বর।

৩১নং যোগ বৃষ্টি।

*এই যোগে যথা প্রকারের বন্যা স্বরূপ বৃষ্টি হওনীয় সম্ভাবনা আছে সন্দেহও
আছে মীমাংসা হইলনা কি প্রকার যে হইবে দৃষ্ট আবশ্যক।*

২৮শে ভাদ্র সোমবার হইতে ২রা আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং ১৩১৬ সাল ইং ১৯০৯ ।

* ভাদ্র মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ শ্রাবণ মাহার ন্যায় সম ।

মাহ আশ্বিন ।

৩২নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

৪ঠা আশ্বিন সোমবার হইতে ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ২০।২১শে সেপ্টেম্বর ।

৩৩নং যোগ ঐ ঐ ।

৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার হইতে ১১ই আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত ; ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর ।

৩৪নং যোগ ঐ ঐ ।

১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ১৫ই আশ্বিন শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবর ।

৩৫নং যোগ বৃষ্টি ।

১৮ই আশ্বিন সোমবার হইতে ২২শে আশ্বিন শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ৪ঠা অক্টোবর হইতে ৮ই অক্টোবর ।

৩৬নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

২৬শে আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ২৮শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ১২ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবর ।

* আশ্বিন মাহার ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ সুলভ সস্তা ।

মাহ কার্ত্তিক ।

৩৭নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার হইতে ৭ই কার্ত্তিক রবিবার ; ২২শে অক্টোবর হইতে ২৪শে অক্টোবর ।

৩৮নং যোগ ঐ ঐ ।

১০ই কার্ত্তিক বুধবার হইতে ১১ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ; ২৭।২৮শে অক্টোবর ।

৩৯নং যোগ ঐ ঐ ।

১৩ই কার্ত্তিক শনিবার হইতে ১৫ই কার্ত্তিক সোমবার ; ৩০শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর ।

৪০নং যোগ ঐ ঐ ।

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার হইতে ১৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার ; ৩রা নভেম্বর হইতে ৫ই নভেম্বর ।

শকাব্দা ১৮৩১ বাং ১৩১৬ সাল ইং ১৯০৯ ।

৪১নং যোগ বৃষ্টি ।

২১শে কার্ত্তিক রবিবার হইতে ২৩শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ৭ই নভেম্বর হইতে ৯ই নভেম্বর ।

৪২নং যোগ ঐ ঐ ।

২৫শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ১১।১২ই নভেম্বর ।

* কার্ত্তিক মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ সুলভ মূল্য ।

মাহ অগ্রহায়ণ ।

৪৩নং যোগ বৃষ্টি ।

২রা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার পর্য্যন্ত ; ১৮ই নভেম্বর হইতে ২২শে নভেম্বর ।

৪৪নং যোগ বৃষ্টি ।

৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার পর্য্যন্ত ; ২৩শে নভেম্বর হইতে ২৮শে নভেম্বর ।

৪৫নং যোগ সামান্য বৃষ্টি মেঘ ।

১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার হইতে ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পর্য্যন্ত ; ১লা ডিসেম্বর হইতে ৩রা ডিসেম্বর ।

৪৬নং যোগ সামান্য বৃষ্টি ।

২০শে অগ্রহায়ণ সোমবার হইতে ২৩শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ; ৬ই ডিসেম্বর হইতে ৯ই ডিসেম্বর ।

৪৭নং যোগ ঐ ঐ ।

২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার হইতে ২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার পর্য্যন্ত ; ১২।১৩ ডিসেম্বর ।

* অগ্রহায়ণ মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ মহার্ঘ ।

মাহ পৌষ ।

৪৮নং যোগ সামান্য বৃষ্টি বা মেঘ ।

১লা পৌষ বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা পৌষ শনিবার পর্য্যন্ত ; ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ।

৪৯নং যোগ বৃষ্টি ।

৯ই পৌষ শুক্রবার হইতে ১৪ই পৌষ বুধবার পর্য্যন্ত ; ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৯শে ডিসেম্বর ।

৫০নং যোগ বৃষ্টি।

১৯শে পৌষ সোমবার হইতে ২২শে পৌষ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত; ১৯১০ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে ৬ই জানুয়ারি।

৫১নং যোগ বৃষ্টি।

২৭শে পৌষ মঙ্গলবার হইতে ২৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ১১ই জানুয়ারি হইতে ১৩ই জানুয়ারি।

* পৌষ মাহার ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ সুলভ।

মাহ মাঘ।

৫২নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

৩রা মাঘ রবিবার হইতে ৫ই মাঘ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; ১৬ই জানুয়ারি হইতে ১৮ই জানুয়ারি।

৫৩নং যোগ ঐ ঐ।

৮ই মাঘ শুক্রবার হইতে ৯ই মাঘ শনিবার পর্য্যন্ত; ২১।২২শে জানুয়ারি

৫৪নং যোগ বৃষ্টি।

১২ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত; ২৫শে জানুয়ারি হইতে ২৭শে জানুয়ারি।

৫৫নং যোগ ঐ ঐ।

১৬ই মাঘ শনিবারহইতে ১৮ই মাঘ সোমবার পর্য্যন্ত; ২৯শে জানুয়ারি হইতে ৩১শে জানুয়ারি।

৫৬নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

২৩শে মাঘ শনিবার হইতে ২৫শে মাঘ সোমবার পর্য্যন্ত; ৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারি।

৫৭নং যোগ ঐ ঐ।

২৭শে মাঘ বুধবার হইতে ২৯শে মাঘ শুক্রবার পর্য্যন্ত; ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারি।

* মাঘ মাহার ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল ও দুগ্ধ মহার্ঘ।

মাহ ফাল্গুণ।

৫৮নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

১লা ফাল্গুণ রবিবার হইতে ৩রা ফাল্গুণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি।

শকাব্দা ১৮৩১ এবং ১৩১৬ সাল ইং ১৯১০।

৫৯নং যোগ ঐ ঐ।

৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ৯ই ফাল্গুন সোমবার পর্য্যন্ত; ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

৬০নং যোগ ঐ ঐ।

১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত, ২৪শে ফেব্রুয়ারি হইতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

৬১নং যোগ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি সম্ভব।

১৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২২শে ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত, ৩রা মার্চ্চ হইতে ৬ই মার্চ্চ।

৬২নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

২৫শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৭শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত, ৯ই মার্চ্চ হইতে ১১ই মার্চ্চ।

৬৩নং যোগ ঐ ঐ।

৩০শে ফাল্গুন সোমবার হইতে ১লা চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত, ১৪।১৫ই মার্চ্চ।

* ফাল্গুন মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ সস্তা।

মাহ চৈত্র।

৬৪নং যোগ সামান্য বৃষ্টি।

৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার হইতে ৫ই চৈত্র শুক্রবার পর্য্যন্ত; ১৭ই মার্চ্চ হইতে ১৯শে মার্চ্চ।

৬৫নং যোগ বৃষ্টি বাতাস ও শিলা বৃষ্টি সম্ভব।

৬ই চৈত্র রবিবার হইতে ১১ই চৈত্র শুক্রবার পর্য্যন্ত; ২০শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ।

৬৬নং যোগ বৃষ্টি।

১৩ই চৈত্র রবিবার হইতে ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত; ২৭শে মার্চ্চ হইতে ২৯শে মার্চ্চ।

৬৭নং যোগ বৃষ্টি।

২১শে চৈত্র সোমবার হইতে ২৭শে চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত; ৪ঠা এপ্রেল হইতে ১০ই এপ্রেল।

৬৮নং যোগ বৃষ্টি সামান্য।

২৯শে চৈত্র মঙ্গলবার হইতে ৩০শে চৈত্র বুধবার পর্য্যন্ত; ১২।১৩ই এপ্রেল।

* চৈত্র মাহায় ধান্য, যব, গম, ঘৃত, গুড়, তৈল, দুগ্ধ সুলভ সস্তা।

সম্পূর্ণ।